NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ বাঙালি হৃদয়ের ‘মৌচাক’ ভেঙে না ফেরার দেশে চির‘আশ্রিতা’

ভুয়ো চিকিৎসক ধরতে ১৭ বছরের নথি খতিয়ে দেখবে মেডিক্যাল কাউন্সিল ৩

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৪ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ১০৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.09.2026, Vol. 20 Issue No. 103, 8 Pages, Price 3.00

লগ্নির সন্ধানে বাণিজ্য সফর শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ আনতে মুম্বই গিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, মুকেশ আম্বানির বাড়ির গণেশচতুর্থীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার মুম্বই যান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দুপুরে নিউ টাউনে নির্ধারিত অনুষ্ঠান সেরে মুম্বইয়ের বিমান ধরেন তিনি। মুম্বই যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে এই সফর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনও স্পষ্ট জবাব দেননি তিনি। তবে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সফরকে নিছক ‘সৌজন্য সাক্ষাৎ’ হিসেবে দেখছে না প্রশাসনিক মহল।

গত মে মাসে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই রাজ্যে বড় শিল্পের বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় উদ্যোগী হয়েছেন। সেই প্রেক্ষাপটে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী আম্বানিদের পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, অনন্তের বাড়ির

অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি শিল্প সংক্রান্ত সম্ভাব্য যোগাযোগও এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে। যদিও সরকারি ভাবে এখনও এই সফরের সঙ্গে কোনও বিনিয়োগ প্রস্তাব বা শিল্প প্রকল্পের যোগসূত্রের কথা জানানো হয়নি।

সংক্ষিপ্ত সময়সীমার এই সফরকে ঘিরে রাজ্যের শিল্পমহলে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। শিল্পমহলের একাংশের বক্তব্য, অতীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, জমি-নীতি এবং শিল্প স্থাপনের নানা জটিলতার কারণে পশ্চিমবঙ্গে বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে শিল্পের পরিকাঠামো ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। এই বৈঠকে শিল্পের পাশাপাশি পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। এছাড়াও আম্বানিদের ‘বনতারা’র একটি শাখা পূর্ব ভারতে তৈরির পরিকল্পনা আছে বলেই তাঁদের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর। রাজ্যের একাধিক এলাকায় এই ধরনের প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। সম্প্রতি পুরুলিয়ায় গিয়ে দক্ষিণবঙ্গে বন্যপ্রাণীদের জন্য প্রথম অভয়ারণ্য তৈরির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই উদ্যোগের সঙ্গে ‘বনতারা’র সম্ভাব্য শাখাকে যুক্ত করা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

এছাড়াও রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গত কয়েক মাসে একাধিক শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করছে রাজ্য সরকার। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। শনিবার দেশের শিল্পপতি কুমার মঙ্গলম বিড়লার সঙ্গে বৈঠক করেন শমীক। সেই বৈঠকেও বাংলায় নতুন বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে।

যদিও এর আগে রাজ্যে আম্বানিদের একাধিক ব্যবসা রয়েছে। তাই বর্তমান ব্যবসার সম্প্রসারণ ও নতুন করে বিনিয়োগ এলে রাজ্যের কর্মসংস্থান ও শিল্প পরিকাঠামোয় তার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

৯ হাজার কোটির সহায়তা, মাছে সমন্বয় কেন্দ্র-রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মৎস্যচাষকে আরও উন্নত করতে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত চার মাসে মৎস্য দপ্তরের পোর্টালে ২ লক্ষ ৮০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবীর নাম নথিভুক্ত করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মৎস্যখাতের বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৯ কোটি টাকার সাহায্য করার কথাও জানিয়েছে।

এদিনের বৈঠকে রাজ্যের উপকূলীয় এলাকা, সুন্দরবন, নোনা জলের মাছ চাষ এবং পাহাড়ি এলাকায় ঠান্ডা জলের মাছ চাষ নিয়ে পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করা হয়। এছাড়াও মৎস্যজীবীদের কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দ্রুত ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি ‘প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা’-য় আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগে শুরু হওয়া পরিকাঠামো উন্নতি করার প্রকল্পগুলিও দ্রুত শেষ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সোমবার বিগত সরকারের কাজের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সঙ্কীর্ণ রাজনীতির কারণে বিগত সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিতে অংশ নেয়নি। এমনকি কেন্দ্রের পর্যালোচনা বৈঠকে ডেপুটি ডাইরেক্টর পদমর্যাদার অফিসারদের পাঠিয়ে দায়িত্ব সারা হত, যাঁদের কাছে কোনও তথ্যই থাকত না। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর গত চার মাসে সব ছবি বদলে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই মৎস্য দপ্তরের পোর্টালে ২ লক্ষ ৮০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবীর নাম নথিভুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।’ সোমবার মৎস্যজাত পণ্যের বাজার বাড়ানোর সম্ভাবনার কথাও বৈঠকে উঠে আসে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া উদাহরণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, হায়দরাবাদের এক তরুণ উদ্যোক্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ উৎপাদন করছেন এবং সেই মাছ মুম্বই, আমদাবাদ ও দিল্লির পাঁচতারা ও সাততারা হোটেলে যাচ্ছে। বাংলার দীর্ঘ উপকূল এবং বিস্তীর্ণ নদী থাকায় এখানেও একই ধরনের ব্যবসার সুযোগ আছে বলে মনে করেন তিনি।

শুধু উপকূল নয়, পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিকেও মৎস্যচাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় জল সংরক্ষণ এবং মাছ চাষের জন্য ছ’টি ‘অমৃত সরোবর’ তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়েও সোমবারের বৈঠকের পরে নিজের অবস্থান জানান স্পষ্ট করে রাজীব রঞ্জন সিংকে ‘বড় ভাই’ এবং এনডিএ-র প্রবীণ নেতা বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিহারে নিতিশ কুমার এবং রাজীব রঞ্জন সিং যেভাবে ‘জঙ্গলরাজ’ উপড়ে ফেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার সাহায্য আমরাও চাই। গত ৫০ বছর ধরে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাতের কারণে বাংলা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ২০৪৭ সালের ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার সংকল্পে বাংলা যাতে অন্যতম প্রধান কারিগর হতে পারে, তার জন্য আমরা কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে এই রাজ্যকে পুনরায় স্বনির্ভর করে তুলব।’’

সোমবারের বৈঠক শেষে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মৎস্যখাতের জন্য আর্থিক সাহায্যের রূপরেখা রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উপকূল থেকে পাহাড়, নদী থেকে শুকনো জেলার জলাশয়-সহ বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মৎস্যচাষ বাড়ানোর পরিকল্পনাই এখন রাজ্যের অন্যতম লক্ষ্য বলেই প্রশাসনিক সূত্রের খবর।

তহবিল মামলায় স্বস্তিতে কালীঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের তহবিল ও প্রতীক সংক্রান্ত বহুল চর্চিত আইনি লড়াইয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বড়সড় স্বস্তি পেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল। প্রতীক সাময়িকভাবে ফ্রিজ থাকা সত্ত্বেও দলের তিনটি প্রধান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে কোনও আইনি বাধা রইল না। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁর সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক নির্দেশের কারণে অ্যাকাউন্ট লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা যায় না। ফলে হাইকোর্টের এই নির্দেশে একরকম বড় ধাক্কাই খেল ঋতব্রত শিবির।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন কেবল আসন্ন উপনির্বাচনের কথা মাথায় রেখে প্রতীক সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যবর্তী পদক্ষেপ করেছিল। কিন্তু দলীয় প্রতীক কিংবা তহবিল ব্যবহারের ওপর কমিশন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। কমিশন যেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি, সেখানে আগের নির্দেশ কার্যকর করা আইনসম্মত নয়। ফলে হাইকোর্ট তার পূর্বের নির্দেশই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

পাশাপাশি, অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের নির্দিষ্ট রূপরেখাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তিনি জানান, মমতা তৃণমূলের মনোনীত যেকোনও দু’জন অনুমোদিত ব্যক্তি চেকে সই করতে পারবেন। তবে সই করার পরই সরাসরি টাকা তোলা যাবে না। চেকে আদালতের নিযুক্ত বিশেষ অফিসার স্বাক্ষর করবেন, এবং তাঁর অনুমোদনের পরেই ব্যাঙ্ক টাকা ছাড়বে।

শুনানি চলাকালীন কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী সোহেব আলম আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা করাই নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। নতুন প্রতীক দুই পক্ষই পেয়েছে। প্রতীক বরাদ্দ আদালতের বা কমিশনের বিচারাধীন বিষয় হতে পারে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত প্রতীক না দিলেও দলের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে কোনও আইনি বাধা থাকা উচিত নয়।’ শুনানির এক পর্যায়ে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। রাজ্য সরকারের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল, প্রতীক ও দলের নাম বদলের পর রাজ্য কী ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা নিয়ে।

নাম-চিহ্ন ফ্রিজে শুনানিতে সম্মতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনের ঠিক মুখে তৃণমূলের নাম ও দলীয় প্রতীক ‘ফ্রিজ’ করে দেওয়ার নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জল গড়াল শীর্ষ আদালতে। কমিশনের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে জরুরি শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সেই আবেদন গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ আবেদনটি গ্রহণ করলেও ঠিক কবে এই মামলার শুনানি হবে, সে বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট জানানো হয়নি। ফলে জল কোনদিকে গড়ায়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

গত বৃহস্পতিবার রাতে এক আকস্মিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ‘ফ্রিজ’ করার নির্দেশ দেয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পরদিনই, অর্থাৎ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন দাখিল করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের নির্দেশের ওপর অবিলম্বে স্থগিতাদেশ চেয়ে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শোনার আবেদন জানানো হয়।

এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে মামলাটি মেনশন করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবল। সওয়াল চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও সময়জ্ঞান নিয়ে চরম ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। সিবল আদালতে তীব্র প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘এই বিতর্কের সূত্রপাত গত জুন মাসে। কমিশন জুলাই মাসেই আমাদের বক্তব্য ও জবাব পেয়ে গিয়েছিল। অথচ এতদিন নিষ্ক্রিয় বসে থেকে ঠিক নির্বাচনের মুখে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে এসে কীভাবে নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করা হলো? নির্বাচন কমিশন একের পর এক নতুন ক্ষতিকর দৃষ্টান্ত তৈরি করছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে প্রক্রিয়া যখন মাঝপথে, তখন এমন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নজিরবিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পাশাপাশি ‘এসব কী চলছে?’ এমন প্রশ্ন তুলে অবিলম্বে এই মামলার জরুরি শুনানির দাবিও জানান সিবল।

সওয়াল শোনার পর প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘এক্ষেত্রে সব পক্ষেরই কিছু না কিছু বলার থাকবে। মামলাটি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হবে, তখন আপনারা আপনাদের যাবতীয় যুক্তি উপস্থাপন করার সুযোগ পাবেন। আমরা যত দ্রুত সম্ভব এটি তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করছি।’

নীল-সাদায় ‘ফুটবলার’, নয়া প্রতীকে ময়দানে মমতা-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতা তৃণমূলের নতুন লোগোয় ঘাসফুল প্রতীক নেই। দলের পুরনো নামও আপাতত ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে সোমবার নতুন লোগো প্রকাশ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। নীল পটভূমিতে সাদা হরফে লেখা ‘মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’। লোগোর মাঝখানে দেওয়া ফুটবলার প্রতীক। সোমবার দলের নেতা-কর্মীদের সেই নতুন লোগো ও প্রতীক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মমতা।

আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। তার আগে নতুন পরিচয় নিয়ে ভোটের মাঠে নামতে হচ্ছে মমতা শিবিরকে। নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশের জেরে তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল প্রতীক এবং পুরনো দলের নাম ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাই কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মমতা শিবিরের নতুন নাম ‘মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’। প্রতীক ফুটবলার। অন্য দিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির পেয়েছে ‘ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং খাম প্রতীক। সোমবারে প্রকাশিত নতুন লোগোতে নীল রঙের উপরে সাদা অক্ষর ব্যবহার করা হয়। নামের মাঝখানে রয়েছে গেরুয়া, সাদা ও সবুজের ছোঁয়া। লোগোর কেন্দ্রেই রাখা হয়েছে ফুটবলার চিহ্ন।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে প্রচারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ফুটবল দেখা গিয়েছিল। এবার সেই প্রতীকই তাঁর দলের নতুন রাজনৈতিক পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠল। এদিন কালীঘাট থেকে দলের নেতা-কর্মীদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়, শুধু লোগো প্রকাশ করলেই হবে না, সাধারণ ভোটারদের নতুন প্রতীকটি চিনিয়ে দিতে হবে। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করছে দলীয় কর্মীরা। সোমবার এই প্রতীক প্রকাশ্যে আসার পরই কালীঘাট-তৃণমূলের কয়েক জন সাংসদ ও বিধায়ক সমাজমাধ্যমে নতুন প্রতীকের ছবি পোস্ট করেন।

শম্বুক ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রিমে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা ‘স্পেশ্যাল নিবিড় রিভিশন’ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্য জুড়ে পরিচালিত এই পরিমার্জন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হতেই দেখা যায়, লক্ষ লক্ষ নাগরিকের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদে ক্ষুব্ধ ও আশঙ্কিত ‘ডিলিটেড’ ভোটারদের একটি বিরাট অংশ আইনি লড়াইয়ের পথে হেঁটে ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করেছেন। তবে বিচারপ্রক্রিয়ার বর্তমান কচ্ছপগতি দেখে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বর্তমান পরিকাঠামোয় এই পাহাড়প্রমাণ আবেদনের নিষ্পত্তি ঘটাতে অন্তত ১২ বছর বা তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে, এমন বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা পেশও করেছে কমিশন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দ্রুত শুনানির জন্য সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর

ভোটার তালিকায় নাম তোলা কিংবা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মোট ৩৮.৩১ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে যেমন নাম বাদ পড়া নাগরিকদের পুনর্ভুক্তির আর্জি রয়েছে, তেমনই নাম অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে জমা পড়া আবেদনও কম নয়। এত বিপুল সংখ্যক আর্জির বিপরীতে বিচারপ্রক্রিয়ার যে চিত্র ধরা পড়েছে, তা অত্যন্ত শ্লথ। অন্যদিকে, নাম অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে জমা পড়েছে ১৬,১০,৩১১টি আবেদন।

এক্ষেত্রে বর্তমান আইনি জট ও বিচারবিভাগীয় বিলম্ব কাটাতে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হলফনামায় নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক দুটি প্রস্তাব পেশ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে ট্রাইব্যুনাল সংখ্যা বৃদ্ধি। কারণ, বর্তমানে রাজ্যে মাত্র ১৯টি ট্রাইব্যুনাল কার্যকর রয়েছে, যা এই বিশাল সংখ্যক মামলার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। কমিশন প্রস্তাব দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটিতে একটি করে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হোক। অর্থাৎ ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ১৯ থেকে বাড়িয়ে ৪২ করা হলে বিচারকাজে গতি আসবে।

দ্বিতীয়ত, অনলাইন শুনানি ও প্রযুক্তির ব্যবহার। কাজের সুবিধার জন্য বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিজ ভবন বা সুবিধাজনক যে কোনও স্থান থেকে ভার্চুয়াল বা অনলাইন পদ্ধতিতে শুনানি পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে।

'খাম' প্রতীক কাড়াকাড়িতে জল গড়াল আদালতে, বিচার ব্যবস্থার দরবারে নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভার হাই-ভোল্টেজ উপনির্বাচনের ঠিক মুখে রাজ্যে এক অভূতপূর্ব আইনি ও রাজনৈতিক নজির সৃষ্টি হল। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবগঠিত দল 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'-কে নির্বাচন কমিশন হঠাৎ করে 'খাম' প্রতীক বরাদ্দ করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আইএসএফ নেতৃত্ব। এর প্রতিবাদে শুধু নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি; তড়িঘড়ি জলও গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির এজলাস পর্যন্ত।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর গত মার্চ মাসেই সমস্ত নির্বাচনী নিয়মকানুন ও বাধ্যবাধকতা মেনে নির্বাচন কমিশনের কাছে 'খাম' প্রতীকটি নিজেদের জন্য পুনর্নথিভুক্ত করিয়েছিল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন নির্বাচনে এই 'খাম' চিহ্ন নিয়েই লড়েই বঙ্গ রাজনীতিতে নিজেদের শক্ত জমি তৈরি করেছে তারা। কিন্তু গত শুক্রবার আচমকাই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও প্রতীক ফ্রিজ সংক্রান্ত জটিলতার অন্তর্বর্তী সমাধানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন দলকে সেই একই 'খাম' চিহ্ন বরাদ্দ করা হয়েছে। কমিশনের এই পদক্ষেপে বিপাকে আইএসএফ শিবির।

সোমবার সকালে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার পর নওশাদ সিদ্দিকি সরাসরি সুর চড়ান রাজ্য প্রশাসন ও কমিশনের আঁতাতের বিরুদ্ধে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'যে দলটির রাজনৈতিক ময়দানে কাল পর্যন্ত অস্তিত্বই ছিল না, তারা রাতারাতি কীভাবে 'রেকগনাইজড পার্টি' বা স্বীকৃত দলের সুবিধা পেয়ে যায়? একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতীক বরাদ্দের প্রক্রিয়া নিয়ে এখন বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে।' এর পেছনে কোনো গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করে ভাঙড়ের বিধায়ক স্পষ্ট জানান, 'গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থাকা উচিত। এসব নোংরা খেলা বন্ধ হওয়া দরকার।'

অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তথা গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের শিবির থেকে এই বিতর্ককে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাদের দাবি, প্রতীক তালিকা অনুযায়ী 'খাম' একটি মুক্ত প্রতীক। যে কোনও নবগত রেজিস্টার্ড দল নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ফ্রি সিম্বল বা মুক্ত প্রতীকের তালিকা থেকে তা দাবি করতে পারে। কমিশন সম্পূর্ণ আইনি ও প্রশাসনিক পথ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী ৬ অক্টোবর রাজ্যের অত্যন্ত স্পর্শকাতর দুটি বিধানসভা কেন্দ্র, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। ভোটের ঠিক মুহূর্তে প্রতীক পরিবর্তনের এই আশঙ্কায় ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল। সব মিলিয়ে, আগামী কয়েক দিনে কলকাতা হাইকোর্টের রায় কী হয় এবং নির্বাচন কমিশন এই নিয়ে নতুন কোনো নির্দেশিকা জারি করে কি না, সে দিকেই এখন গোটা রাজ্য রাজনীতির নজর।

'দলের সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে না', বিজয়গড়ে ভাঙচুরকাণ্ডে প্রতিক্রিয়া শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরের বিজয়গড়ে প্রাক্তন বিধায়ক দেবব্রত (মলয়) মজুমদারের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ নিয়ে দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করলেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। বরং বিজেপির নাম ব্যবহার করে কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে, তা তাঁদের দলের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করারই চেষ্টা করা হচ্ছে বলেই স্পষ্ট জানান শমীক। এই ঘটনা নিয়ে সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শমীক বলেন, এর মধ্যে বিজেপি নেই। দেবব্রত মজুমদার আমাদের দলে ছিলেন, পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁর বাবা জনসংঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ছিলেন, বিজেপির জন্মলগ্ন থেকেও ছিলেন। আমাদের দল থেকে কেউ গিয়ে কেশব মজুমদারের বাড়ি ভাঙচুর করবে, এটা সম্ভব না।

দেবব্রত মজুমদারের পারিবারিক রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রসঙ্গও এদিন টেনে আনেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, ওই পরিবারের সঙ্গে বিজেপির পুরনো সম্পর্ক আছে। শমীক বলেন, ওঁর দাদাও আমাদের বিচার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং, ওই বাড়িতে কেউ হাত দেবে, এটা হতে পারে না। ওই পরিবারে দেবব্রত মজুমদারের পিতার স্মৃতি আছে, স্পর্শ আছে। সেখানে বিজেপির কোনও স্থানীয় কর্মী ওই বাড়ি ছোঁবে, এটা হতে পারে না।

এছাড়াও শমীকের বক্তব্যে স্পষ্ট, শুধু ঘটনার দায় অস্বীকার করাই নয়, বিজেপির নাম করে হামলা চালানোর অভিযোগটিও তিনি সামনে আনছেন। তাঁর কথায়, বিজেপি সেজে কিছু মানুষ আক্রমণ করছে। কালিমালিপ্ত করছে। পার্টি অফিস ভাঙা, শহিদ বেদি ভাঙা, এই সবকিছু বিজেপির মধ্যে নেই। শনিবার রাতে বিজয়গড়ে দেবব্রত মজুমদারের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। তাঁর দাবি, বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাও হামলাকারীরা ভাঙচুর করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। শমীক আরও জানান, বিষয়টি তিনি মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাবেন। ফলে স্থানীয় একটি ভাঙচুরের অভিযোগ ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনৈতিক স্তরে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে বলেই মনে করছেন রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করলেন বিধায়ক পবন কুমার সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬ তম জন্মদিন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশজুড়ে একমাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' শুরু করেছে। এই বিশেষ কর্মসূচি ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ১৭ অক্টোবর। এই অভিযানের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে সোমবার ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে পুষ্টিকর ফল বিতরণ করা হয়। ফল বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ভাটপাড়ার জনপ্রিয় বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে 'সেবা সংকল্প অভিযান' শুরু হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়েছে। এরপর বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান-সহ একাধিক কর্মসূচি পালন করা হবে। অপরদিকে বিধায়ক প্রতিনিধি রীতেশ কুমার সিং বলেন, সেবা সংকল্প অভিযান উপলক্ষে দলের তরফে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, রক্তদান শিবির, দুঃস্থ পড়ুয়াদের শিক্ষা সামগ্রী-সহ নানান ধরনের সেবামূলক কর্মসূচি করা হবে। এদিন হাসপাতালে ফল বিতরণ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং-সহ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মীবৃন্দ।

সামনেই পিএসসি-র একাধিক পরীক্ষা সত্ত্বেও, ডিজিটাল বিপ্লবের ধাক্কায় নিষ্প্রভ কলেজ স্ট্রিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা সামনেই ডব্লিউবিপিএসসি মিসলেনিয়াস (৪ অক্টোবর ২০২৬), ডব্লিউবিসিএস প্রিলিমস (নভেম্বর) এবং ক্লার্কশিপের (ডিসেম্বর) মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। অথচ, কলেজ স্ট্রিটের চেনা ভিড় আজ কার্যত উধাও। মাথায় হাত খুচরো থেকে পাইকারি বই বিক্রেতাদের। বইপাড়ায় প্রায় তিন দশক ধরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই বিক্রি করছেন বিকাশ সাহা। ফাঁকা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হতাশ গলায় তিনি বললেন, আগে পরীক্ষার তিন-চার মাস আগে থেকে দম ফেলার ফুরসত থাকত না। এখন বই-এর বিক্রিবাট্টা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কমে গিয়েছে। তার ওপর টানা বৃষ্টিতে গোডাউনে জল ঢুকে প্রচুর মজুত বই নষ্ট হয়েছে। হকার উচ্ছেদের আতঙ্ক তো রোজকার সঙ্গী! পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডও স্বীকার করেছে যে, পাঠকদের অভ্যাসের বদল এবং অনলাইনের আগ্রাসনে ছোট বিক্রেতারা আজ চরম সংকটে।

কিন্তু সামনে এত বড় পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও বই বিক্রি তলানিতে কেন? উত্তর মিলল ডব্লিউবিসিএস ও মিসলেনিয়াস পরীক্ষার্থী অয়ন সেনগুপ্তের কথায়। তিনি বললেন, মোটা বই কিনে প্র্যাকটিস করার দিন শেষ। এখন আমরা বিভিন্ন এডুটেক অ্যাপে মক টেস্ট দিই। সেখানে রিয়েল-টাইম র‍্যাঙ্কিং, নেগেটিভ মার্কিংয়ের হিসেব ও পারফরম্যান্স অ্যানালিটিক্স পাওয়া যায়, যা ছাপা বইয়ে অসম্ভব। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে 'টেলিগ্রাম' অ্যাপ। নামিদামি প্রকাশনীর বই এবং কোচিংয়ের প্রিমিয়াম নোটস সেখানে বিনামূল্যে পিডিএফ আকারে ঘুরছে।

এছাড়া, পরীক্ষার্থীরা এখন 'মাস্টার বুক ফর্মুলা' গ্রহণ করেছেন। কল্যাণী থেকে বইপাড়ায় আসা আরেক পরীক্ষার্থী শ্রেয়া দাসের মতে, আলাদা আলাদা পরীক্ষার জন্য রাশি রাশি গাইডবুক কেনার কোনও মানে হয় না। আমরা প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি মূল বই-ই বারবার রিভিশন দিই। আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা সরকারি প্রকল্পের মতো পরিবর্তনশীল তথ্যের জন্য মুদ্রিত বইয়ের বদলে মান্থলি ডিজিটাল পিডিএফ-ই আমাদের প্রথম পছন্দ। সব মিলিয়ে, প্রস্তুতির এই কাঠামোগত বদল, টেলিগ্রামের দৌরাত্ম্য এবং ডিজিটাল বিপ্লবের জেরে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া আজ এক কঠিন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের মুখোমুখি।

হাওড়ার শোভরানি মেমোরিয়াল কলেজে দু'দিনব্যাপী সম্মেলন

হাওড়া: হাওড়ার শোভরানি মেমোরিয়াল কলেজে ১৯-২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল দুই দিনব্যাপী 'স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, সাসটেইনেবল এনার্জি অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল ইন্টেলিজেন্স' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। বিজ্ঞান, উদ্ভাবন এবং টেকসই উন্নয়নকে মহানগর কেন্দ্রগুলোর বাইরে নিয়ে গিয়ে তৃণমূল স্তরের শিক্ষার্থীদের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ভারত ও বিদেশ থেকে শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়েছিলেন। ইন্টিগ্রেটেড নলেজ অ্যান্ড কেয়ার ট্রাস্ট, শোভরানি মেমোরিয়াল কলেজের রসায়ন বিভাগ, শোভরানি মেমোরিয়াল কলেজের আইকিউএসি-এর সহযোগিতায় এবং কলকাতার নিউটাউনে অবস্থিত আইইএম-ইউইএম গ্রুপের অফিস অফ সাসটেইনেবিলিটির যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান প্রসার মঞ্চ এই বিজ্ঞান-জনপ্রিয়করণ উদ্যোগে সহায়তা করে এবং অ্যাডঅটো টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড ইন্ডাস্ট্রি অংশীদার হিসেবে যুক্ত ছিল। সম্মেলনে বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসার ড. রাজীব গাঙ্গুলি, ইউনির্ভাসিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, প্রফেসার ড. ভাস্কর বিশ্বাস, ইউনির্ভাসিটি অফ নর্থবেঙ্গল সহ অন্যান্যরা।

মুম্বই মেল করে হাওড়া স্টেশন, ব্যাগ খুলতেই ৬৭ লক্ষ টাকা, আটক যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া স্টেশনে ফের বিপুল পরিমানে নগদ টাকা উদ্ধার হল। রবিবার রাতে স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এক ব্যক্তিকে আটক করেন আরপিএফ জওয়ানরা। এরপর তার ব্যাগ তল্লাশি করার সময় তাঁর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা। এত বিপুল পরিমান নগদের উৎস কি, তা নিয়ে ওই ব্যক্তির থেকে কোনও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ার পর আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়। পরে রেল পুলিশ ও আয়কর দপ্তর যৌথ ভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সূত্রের খবর ধৃত ওই ব্যক্তির নাম সুজিত কোলে। তিনি মহারাষ্ট্রের সোলাপুরের বাসিন্দা। রেল পুলিশ সূত্রে জানানা হয়, রবিবার মুম্বই মেলে চেপে হাওড়ায় আসেন তিনি। স্টেশনে নামার পর নিউ কমপ্লেক্স এলাকায় তাঁর গতিবিধি নজরে আসে আরপিএফের। তার গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে থামিয়ে সঙ্গে থাকা ব্যাগটি পরীক্ষা করা হয়। সেখানেই একের পর এক টাকার বান্ডিল মেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সুজিত দাবি করেন, গয়ার টাউনশিপ এলাকায় তাঁর একটি গয়নার দোকান আছে। কলকাতার বড়বাজার থেকে সোনা ও রুপো কেনার জন্য ওই টাকা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তবে এত টাকা নগদে নিয়ে আসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথি তিনি দেখাতে পারেননি বলে তদন্তকারীদের দাবি। পাশাপাশি ওই টাকার উৎস সম্পর্কেও তাঁর দেওয়া ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি আধিকারিকরা। এর পরই আয়কর দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। নগদ টাকা গুনে প্রায় ৬৭ লক্ষ বলে রেল পুলিশ সূত্রে খবর। ওই টাকা কোথা থেকে এল, কেনই বা এত নগদ নিয়ে সুজিত হাওড়ায় এসেছিলেন, তা তদন্ত করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন করে সন্তুর চিঠি, নিয়োগ মামলায় নতুন করে জড়াল অভিষেকের নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হল। এই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে পাঠানো বলে দাবি করা তাঁর ওই চিঠিতে ২০১৭ সালের একটি আর্থিক লেনদেনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও আছে বলে সূত্রের খবর। ওই চিঠিতে সন্তুর দাবি, বেহালায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি এবং নিউ আলিপুরে 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর দপ্তরে টাকা পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির আর্থিক লেনদেনের যোগ আছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি ২২ লক্ষ টাকা এবং কুন্তল ঘোষ ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা জোগাড় করেছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা দু'টি কালো ব্যাগে করে নিউ আলিপুরের দপ্তরে নিয়ে যান এবং সুজয়কৃষ্ণের হাতে দেন বলেও ওই চিঠিতে দাবি করেছেন সন্তু। যদিও আরও বিস্ফোরক দাবি তার অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে। সন্তুর অভিযোগ, প্রত্যাশামতো টাকা না পাওয়ায় সেদিন অভিষেক অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যদিও এই দাবির স্বাধীন কোনও প্রমাণের কথা তিনি প্রকাশ্যে উল্লেখ করেননি। ফলে তদন্তে চিঠির বক্তব্য কতটা যাচাইযোগ্য, সেটাও খতিয়ে দেখবে তদন্তকারী আধিকারিকরা। যদিও রাজসাক্ষী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে সন্তু তদন্তকারীদের কাছে তাঁর জানা তথ্য দেওয়ার প্রস্তাব দেন বলেই সোমবার সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি দাবি করে বলেন। অর্থাৎ, নিয়োগ দুর্নীতিতে নিজের ভূমিকা-সহ লেনদেনের বিষয়ে তিনি যা জানেন, তা তদন্তকারী সংস্থা এবং আদালতের সামনে তুলে ধরতে চান তিনি। রাজসাক্ষী হিসাবে আবেদন গ্রহণের বিষয়টি অবশ্য সংশ্লিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। তবে সোমবার এই আবেদন করার পাশাপাশি নিজের নিরাপত্তা চেয়েও আদালতের দ্বারস্থ হন সন্তু। নিয়োগ মামলায় এর আগে একাধিক অভিযুক্তকে ঘিরে তদন্ত হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে সন্তুর এই চিঠি সামনে আসায় তদন্তকারীদের হাতে নতুন কোনও সূত্র আসে কি না, রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের নজর এখন থাকবে সেদিকেই। কই সময়ে শালবনি জমি মামলায় অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে ঘিরে তদন্তও নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে নথি পেশ করে তদন্তকারী আধিকারিকরা।

কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ায় খুশিতে অভুক্তদের আহার করালেন হালিশহরের শুভম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পথ চলা শুরু হয়েছিল হালিশহর চৌমাথায় গড়ে ওঠা রামধনু হেঁশেলের। জনদরদী সুদীপ্ত দাসের হাত ধরে গড়ে ওঠা রামধনু হেঁশেলে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে শতাধিক অভুক্ত মানুষজন পেট ভরে আহার করতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রামধনু হেঁশেল হালিশহর, কাঁচরাপাড়া অঞ্চলের বুকে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বুলডোজার দিয়ে সেই হেঁশেল ভেঙে গুঁড়িয়ে

দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে ২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বীজপুরের জনপ্রিয় বিধায়ক সুদীপ্ত দাসের হাত ধরেই নবরূপে সজ্জিত রামধনু হেঁশেলের ফের পথ চলা শুরু হল। যদিও রামধনু হেঁশেলের শুরুতেই কারও ছেলে কিংবা মেয়ের জন্মদিন পালন কিংবা কারও বিবাহ বার্ষিকী পালন উপলক্ষে অনেকেই এই হেঁশেলে শতাধিক অভুক্ত মানুষজনকে মধ্যাহ্নের আহার করাতেন। কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার খুশিতে সোমবার রামধনু হেঁশেলে অভুক্তদের ইলিশ মাছ, ভাত খাওয়ালেন হালিশহর চৈতন্যডোবার বাসিন্দা ব্যবসায়ী শুভম চক্রবর্তী। কন্যা সন্তান পরিবারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। সমাজে সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন শুভম। হেঁশেলের কর্ণধার তথা বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, শুভমের কন্যা সন্তান হয়েছে। সেই খুশিতে হেঁশেলের অভুক্তদের মধ্যাহ্নের আহার করিয়ে ভালো মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন শুভম। অপরদিকে রামধনু হেঁশেলের অন্যতম কর্ণধার বাসুদেব দাস বলেন, কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ায় শুভম চক্রবর্তী খুশিতে শুধু হেঁশেলের অভুক্তদের আহার করায়নি, সঙ্গে নতুন বস্ত্র উপহারও দিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Jyotsna Barui,** D/O Nanigopal Barui, residing at Shibnath Shastri Road, P.O.-Harinavi, P.S.- Sonarpur, Diat-South 24 Parganas, Kolkata-700148, do hereby declare that in my Aadhar Card, Pan Card & Digital Ration Card my name has correctly been recorded **"Jyotsna Barui".** But in my PNB Pass book (A/c No. 2106010025054) my name wrongfully recorded **"Jyotsna Sanyal Barui"** instated of my actual name **"Jyotsna Barui". "Jyotsna Sanyal Barui"** and **"Jyotsna Barui"** is the same and one identical person through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Baruipur, South 24 Parganas dt. 15.09.2026.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 27.08.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, সদর, কোর্টে 20197 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk Mahasin Ali, S/o. Iunas Sekh, সাকিম সোমড়াগড়ি, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (189, Pandua Assembly, Part No. 119, Sl. No. 522, Hooghly,) আমার পিতার নাম Iunas Sekh, আমার ভোটার কার্ডে আমার পিতার নাম Sk Younas Ali এবং আমার প্যান কার্ডে আমার পিতার নাম Sekh Younas Ali লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার পিতা Iunas Sekh, Sk Younas Ali ও Sekh Younas Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 21/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চন্দননগর, কোর্টে 7089 নং এফিডেভিড বলে আমি Ahammadulhaque Maminulhaque Khandkar ও Khandakar Aahammadul Haque S/o. Maminul Haque Khandakar ও Khandakar Aahammadul Haque, S/o. Khandakar Maminul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15209 নং এফিডেভিট বলে আমি Asema Begum, W/o. Sk. Sabur Ali, D/o. Ambiya Middya, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৬৫, যাহা আমার আধার ও প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 08/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15693 নং এফিডেভিট বলে আমি Basudeb Haldar S/o. Tushtapada Haldar ও Basudeb Halder S/o. T. P. Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
২০২১ সালের- ১৯ নং এ্যাক্ট- ৩৯ মোকদ্দমা।
দরখাস্তকারী:- কাঞ্চন সমাদ্দার
প্রতিপক্ষ :- সুবোধ সমাদ্দার
// বিজ্ঞপ্তি //

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, সোনার গ্রাম সাকিমের বাসিন্দা **অনুকূল সমাদ্দারের স্ত্রী শুভাসিনী সমাদ্দার** জেলা-হুগলীর, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত নামাজগ্রাম মৌজাস্থিত -৪৩২ কৃ: খতিয়ান ভুক্ত ৩৪৪ দাগের -২ কাঠা -২ ছটাক ১৫ বর্গফুট বাস্তু সম্পত্তির উপরিস্থিত বিল্ডিং ২০০১ সালের- ২ নং রেজিস্ট্রিকৃত উইল মূলে তাঁর পুত্র **কাঞ্চন সমাদ্দার** , পিতা- অনুকূল চন্দ্র সমাদ্দার , সাং- সোনারগ্রাম থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী কে সেটেলড করিয়াছেন। **কাঞ্চন সমাদ্দার,** উপরি উক্ত উইলের প্রবেট প্রার্থনায় হুজুর আদালতের নিকট যে অত্র মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন, সেই মোকর্দ্দমায় যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে, তদক্ষেত্রে তিনি বা তাহারা স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হুজুর আদালতের নিকট বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা গণ্য হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয় :-
তন্ময় মুখার্জী, উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে :-
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার,
জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া
Chief Administrative Officer
District Judge's Court
Hooghly, 24.07.26

CHANGE OF NAME

I, **Naresh Das,** Son of Late Jatindra Kumar Das, residing at 713, Parui Daspara, Shyam Sundar Pally, 2nd Lane, Shakuntala Park, Kolkata–700061, holder of shares of Reliance Industries Limited under Folio No. 108095493, have changed my name from "Naresh Das" to "Naresh Ch Das" by 1st class judicial magistrate Affidavit No. 82928 dated 21/09/2026, sworn before the competent authority. I shall henceforth be known and referred to as "Naresh Ch Das" for all purposes.

NAME CHANGE

I, Manu Khatun. W./O- Saidul Khan. Residing at. Vill. + P.O.- Sajyedpur(Sundra), P.S.- Salboni, Dist.- Paschim Medinipur. My name is wrongly written Manuara Khan in the discharge Certificate given by Dwarigeria R.H. Paschim Medinipur instead of my currect name Manu Khatun. I Do hereby declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Paschim Medinipore that Manu Khatun & Manuara Khan is same and one identical person. Vide Affidavit No. 25333 Dt. 21/09/2026. Henceforth I shall be known as Manu Khatun.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

শ্রী কপিল দেবশর্মা, পিতা-মৃত বিষ্ণু ওরফে বিশু দেবশর্মা, জাতি- হিন্দু, পেশা-ব্যবসা, সাকিন- শিবরামপুর বাই লেন, শিবরামপুর, থানা-ঠাকুর পুকুর, কলকাতা-৭০০০৬১, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা, গত ইংরাজী ৩০.০৫.২০১৪ তারিখে ADSR-BEHALA রেজিস্ট্রিকৃত I-04376-2014 নং দলিলে মালিকগন নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী সরোজ কুমার মন্ডল, শ্রী স্বরূপ দাস দের থেকে আশুতি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন জে.এল.নং-২৩, মৌজা- চকচট্টা গ্রামে আর.এস ১৮১ নম্বর খতিয়ানের অধিন এল. আর. ৭৪, ৪৩২, ৬৭৫, ৬৭৬ ও ৬৭৭ নম্বর খতিয়ানভুক্ত আর এস. ও এল. আর ২৩৪ নং দাগে জমি জমার মধ্যে ২ কাঠা পরিমান জমি ক্রয় করেছেন। A D S R বেহালায় রেজিস্টিকৃত আমমোক্তার নামার নম্বর IV-00854-2012 এবং দাতাগণ কমল কান্ত সরদার, বিমল কান্ত সরদার, নির্মল কান্ত সরদার, হরেন্দ্র নাথ সরদার, তুষার কান্তি সরদার, তাপস কুমার সরদার, মীরা সরদার, নারায়ণ সরদার, লীলাবতী সরদার সর্বসাকিন চকচট্টা সকলকে অবগত করা হল।

বিমল চন্দ্র লাহিড়ী, M.A. L.L.B.-
ADVOCATE
কোলকাতা হাইকোর্ট ও আলিপুর জাজেসকোর্ট
ও পুলিশ কোর্ট, কোলকাতা

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি মহঃ নাসিম, পিতা- মহঃ সেলিম, ঠিকানা- ১১৮ (৪৫), কাজীপাড়া পোঃ বৈদ্যবাটী, হুগলী, গত ইং. ২৩.০৬.২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং. I-3999/2025 দ্বারা আমার বিক্রেতা অলোক নাথ ব্যানার্জী (বন্দোপাধ্যায়) পিতা- মৃত বিভূতি ভূষন ব্যানার্জী দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং. I-5051/2025 তারিখে ১৫.০৭.২০১৫ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার গ্রহীতা পাপ্পু ঘোষ, পিতা- মৃত জানকী নাথ ঘোষ-এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-২৯৪৪, এল.আর. দাগ নং-৫৯৩, জমির পরিমান ০১ কাঠা ১০ ছটাক, শ্রেনী-শালি। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে অদ্য বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে নতুবা আইন মাফিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

বিনীত
মহঃ নাসিম

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি সুবোধ কুমার ঝাঁ, পিতা- সুশীল কুমার ঝাঁ, ঠিকানা- ৩২৬/ এ, রামমোহন সরনী, মালির বাগান, পোঃ বৈদ্যবাটী, জেলা-হুগলী, গত ইং ০৮.০৫.২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-হুগলী, দলিল নং- ৬৪২৬/ ২০২৬ দ্বারা আমার অন্যতম বিক্রেতা দর্শনা চক্রবর্ত্তী, পিতা- শংকর চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রদত্ত Notary Public Canada আমমোক্তার নং-ON-26-465207-7141 তাং- ০৮.০৪.২০২৬ আমমোক্তার গ্রহীতা শংকর চক্রবর্ত্তী, পিতা- মনোজ কান্ত চক্রবর্ত্তী, ঠিকানা-১৬৯ / ১, রামমোহন সরনী, বৈদ্যবাটী, পিন-৭১২২২২ মূলে নিম্নের সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং. ৪, এল.আর. খতিয়ান নং. ৯৪২০, নতুন খতিয়ান নং-১৬৬০১, ১৬৫৯৯, এল.আর. দাগ নং- ২৬৬৩, জমির পরিমান-০৩ কাঠা বা ০৫ শতক। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অদ্য বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় আইন মাফিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

বিনীত
সুবোধ কুমার ঝাঁ

বিজ্ঞপ্তি

আমি অশোক দলুই পিতা মৃত ভদ্রেশ্বর দলুই সাং +পোঃ আসাননগর থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬১, পঃ বঃ গত ১৫/০৯/২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী ১৬৬৮১ নং এফিডেভিট বলে আমার পিতা ভদ্রেশ্বর দলুই, ভদ্র দলুই ও যামিনীকান্ত দলুই একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইল। খতিয়ান নং- ১৮৪৬, জে.এল নং- ১২৬, আসাননগর মৌজা, থানা- কোতোয়ালি, খতিয়ান নং- ৩৮৪, জে. এল নং- ১৩৪, চাঁদপুর মৌজা, থানা- কোতয়ালি ও খতিয়ান নং-৬১৫/১, জে এল নং-১৩৯, পাকুরগাছি মৌজা, থানা- কোতয়ালি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল আয়ুনা স্টিল ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড পক্ষে ডাইরেক্টর শ্রী ইন্দ্রদীপ রায়চৌধুরী সাং- পি ২৫০ সি আই টি রোড স্কিম ভিম , পোঃ- কাঁকুড়গাছি , থানা- ফুলবাগান , জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা , পিন-৭০০০৫৪ বিগত ইংরাজী ২৬ এ এপ্রিল, ২০১৬ সালে হুগলী ডি. এস. আর- 1 অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-4284/2016 ও 4283/2016 নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১. প্রসেনজিৎ সুর ২.অভিজিৎ সুর উভয়ের পিতা- লক্ষ্মণ চন্দ্র সুর এর নিকট হইতে খরিদ করেন। জেলা-হুগলী, থানা-পোলবা, মৌজা- পুরুষোত্তমবাটী , জে.এল নং- ৭০, হাল খতিয়ান নং ১৬১ , সাবেক ও হাল দাগ নং- ৯৫ শালি ও ৯৬ বাগান জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮ ও ৪০ শতক উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দলিলে ১) আশালতা ঘোষ , ২) লক্ষ্মী নিয়োগী , ৩) গীতা পাল ৪) অর্পণ ঘোষ , ৫) বিশ্বনাথ ঘোষ , ৬) সুকান্ত ঘোষ , ৭) তাপসী ঘোষ ৮) পারুল ঘোষ ৯) পিন্টু পান ১০) শিপ্রা দাস ৬৯/২০১১ নং দলিল মূলে প্রসেনজিৎ সুর ও অভিজিৎ সুর কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহা ডি. এস. আর ১ হুগলী অফিসে ১১/০৪/২০১১ তারিখে রেজিস্ট্রী হয়। উক্ত দলিলমূলে মিউটেশনে নাম পরিবর্তন হইবে। এ ব্যাপারে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পোলবা দাদপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।
প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ইমগার্ড ভাদুরী, স্বামী- অনাদীনাথ ভাদুরী সাং- ৯ নং স্যাডেল ভিলা গার্ডনস কলিকাতা- ৭০০০১৯, হাল সাং ৭ নং গোলক অ্যাভিনিউ দমদম কলিকাতা- ৭০০০২৮, জেলা- নদীয়া থানা- কোতয়ালী অধীনে ১২ কৃষ্ণনগর মৌজায় অবস্থিত আর.এস ৬১১৭/১ এল.আর. ১৪৩১ নং খতিয়ান আর.এস. ২০৮৮/৩৫৫৫৮ নং এল, আর ৪৪২৬ নাম্বার আর.এস. ২০৮৮/ ৩৫৫৫৯ এল.আর, ৪৪২৪ নং দাগে যাবতীয় জমিজমা বিক্রয় দেখাশুনা করিবার জন্য গত ইং-০৬/১১/১৯৮৭ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. সদর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪নং বহির ৩৫১২ ইং-০৬/১১/১৯৮৭ নং আমোক্তার কলিকাতা ১১/এ সেলিমপুর রোড (কলিকাতা- ৭০০০১) নিবাসী মৃত সুরেন্দ্রনাথ সাহার পুত্র স্ত্রী গোবিন্দলাল সাহেবের বরাবর করিয়া দিয়াছেন। এক্ষনে উক্ত আমোক্তারনামার বিষয়ে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিঞ্জপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তাহা জানাইবেন। সময় অতিক্রান্ত হইলে ক্ষ্ম এবিষয়ে কাহারোও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আধিকারীক আইনমোতাবেক কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে।

নিবেদক
প্রণব সরকার
এ্যাডভোকেট
কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট,
কৃষ্ণনগর নদীয়া, ১৭-০৯-২০২৬

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **৪)শ্যামলী মন্ডল,** স্বামী সুকুমার মন্ডল, সাকিম বড়বাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **৫)রূপালী সাহা,** স্বামী প্রভাস সাহা, সাকিম ২৯ রামকমল লেন রোড, নৈহাটী, গরিফা, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১৬৬, মহাশয়াদ্বয়, বিগত ইং ২৫/০২/২০২৬ তারিখে A.D.S.R. বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-01398/2026** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **৬)শ্রী সুশান্ত প্রামানিক,** (৪ থেকে ৬নং সকলের পিতা ৺পুরঞ্জয় প্রামানিক, ৬নং এর সাকিম ১১নং হৃষীকেশ চ্যাটার্জ্জী লেন, রাজবাড়ী বর্ধমান, বর্ধমান সদর, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **৭) অর্চনা প্রামানিক,** স্বামী ৺অসীম প্রামানিক, **৮)শ্রী অনীশ প্রামানিক, ৯)শ্রী অয়ন প্রামানিক,** মহাশয়/মহাশয়াগণ, বিগত ইং ২৫/০২/২০২৬ তারিখে A.D.S.R. বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-01399/2026** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১০)শ্রী অঙ্কুশ প্রামানিক,** (৮ থেকে ১০নং সকলের পিতা ৺অসীম প্রামানিক, ৭ থেকে ১০নং সকলের সাকিম ১১নং হৃষীকেশ চ্যাটার্জ্জী লেন, রাজবাড়ী বর্ধমান, বর্ধমান সদর, পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১০৪), মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **১১) শ্রী পরিমল প্রামানিক, ১২)শ্রী প্রদীপ কুমার প্রামানিক,** সাকিম বি.এল.এম. ফ্লোর ৪, পোস্ট ও থানা মানিকতলা, কোলকাতা- ৭০০০৫৪, **১৩)শ্রী পার্থ কুমার প্রামানিক,** সাকিম ৬৮নং আর.বি. ঘোষ রোড, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১০১, **১৪)অঞ্জলী সাধু,** স্বামী প্রহ্লাদ সাধু, সাকিম বীরহাটা জি.টি. রোড, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১০১, **১৫)সোনালী মন্ডল,** স্বামী জয়ন্ত মন্ডল, সাকিম গোপালবাবু রোড, চন্দননগর, হুগলী- ৭১২১৩৭, **১৬)নাফিসা মল্লিক** স্বামী মুরাদ মল্লিক, সাকিম ৭৬নং বি.সি. রোড কালীতলা, মুচিপাড়া, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০১, মহাশয়/মহাশয়াগণ, বিগত ইং ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে A.D.S.R. বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-05208/2025** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১৭)শ্রী উজ্জ্বল প্রামানিক,** (১১ থেকে ১৭নং সকলের পিতা ৺তারাপদ প্রামানিক, ১১ ও ১৭নং এর সাকিম ১১নং হৃষীকেশ চ্যাটার্জ্জী লেন, রাজবাড়ী বর্ধমান, বর্ধমান সদর, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৪), মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **১৮)সুচরিতা প্রামানিক, ১৯)সৌমিতা প্রামানিক,** উভয়ের পিতা ৺সঞ্জয় প্রামানিক, মহাশয়াদ্বয়, বিগত ইং ২৪/১২/২০২৫ তারিখে D.S.R.-III, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-24154/2025** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **২০)বিউটি প্রামানিক,** স্বামী ৺সঞ্জয় প্রামানিক (১৮ থেকে ২০নং সকলের সাকিম ৪৩সি, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর, একবালপুর, এ্যামহারস্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০২৩), মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **২১)শ্রী গোপাল চন্দ্র সাহা, ২২)শ্রী লক্ষ্মীনারায়ন সাহা,** সাকিম সরিষাডাঙ্গা, শিকারীপাড়া, দুমকা, ঝাড়খন্ড-৭১৩১৪১, **২৩)সীমা সাহা,** সাকিম ভান্ডারহাটী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, **২৪)শীখা সাহা তা,** সাকিম বাবুরবাগ, পীরতলা, রাজবাটী, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৪, **২৫)বন্দনা সাহা,** সাকিম কিসমত অপূর্বপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, **২৬)প্রতীমা সাহা,** সাকিম ভান্ডারহাটী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, মহাশয়/মহাশয়াগণ, বিগত ইং ২৫/০২/২০২৬ তারিখে A.D.S.R. বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-01400/2026** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **২৭)শ্রী সদানন্দ সাহা,** (২১ থেকে ২৭নং সকলের পিতা ৺শক্তিপদ সাহা, ২১ ও ২৭নং এর সাকিম কুলগড়িয়াচটী, সাঁকো, গলসী, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৪), মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **আমমোক্তার গ্রহীতাগণ ৬)শ্রী সুশান্ত প্রামানিক, ১০)শ্রী অঙ্কুশ প্রামানিক, ১৭)শ্রী উজ্জ্বল প্রামানিক, ২০)বিউটি প্রামানিক, ২৭)শ্রী সদানন্দ সাহা,** মহাশয়/মহাশয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও নিজ নিজ স্বয়ং ক্ষমতা বলে উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকগণ **১)শ্রী চিত্তরঞ্জন প্রামানিক, ২)শ্রী অরবিন্দ প্রামানিক, ৩)শ্রীমতী তৃপ্তি প্রামানিক,** সকলের পিতা ৺মৃত্যুঞ্জয় প্রামানিক, সকলের সাকিম ১১নং হৃষীকেশ চ্যাটার্জ্জী লেন, রাজবাড়ী বর্ধমান, বর্ধমান সদর, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৪, মহাশয়/মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে **তপশীল-** জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা বহরমপুর, ২৭ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩২৩ (মৃত্যুঞ্জয় প্রামানিক) নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ২২২ তথা হাল এল.আর. ২৭০ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৩৬৭ শতকের মধ্যে জমাভুক্ত ০.৩৮৮৯ অংশে ১৪০ শতক তন্মধ্যে, বিগত ইং ০৫/০৮/২০২৬ তারিখে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত **১)I-13531/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী প্রবীর ধাড়া, ২)শ্রী সুবীর ধাড়া,** উভয়ের পিতা হীরালাল ধাড়া, উভয়ের সাকিম বহরমপুর, কানানন্দী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, মহাশয়দ্বয়কে **৭০ শতক** এবং **২)I-13533/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী নারায়ন চন্দ্র ধাড়া,** পিতা নন্দলাল ধাড়া, সাকিম বহরমপুর, কানানন্দী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, মহাশয়কে **৭০ শতক, একুনে** দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে পুকুর সম্পত্তি **(৭০ শতক + ৭০ শতক)** বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমরা বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী প্রবীর ধাড়া, ২)শ্রী সুবীর ধাড়া, ৩)শ্রী নারায়ন চন্দ্র ধাড়া,** আমাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **ধনিয়াখালী ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **১)শ্রী প্রবীর ধাড়া, ২)শ্রী সুবীর ধাড়া, ৩)শ্রী নারায়ন চন্দ্র ধাড়া, ক্রেতাগণ**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন-** ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ-** ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ** ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ** ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ** ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ** ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-**৮১০১৩ ৭৩৫৮১

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৪ আশ্বিন ১৪৩৩, মঙ্গলবার

বদলে যাবে লেনিন সরণি ও কার্ল মার্কস সরণির নাম

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম বসু-সহ শহিদদের নামে রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার লেনিন সরণি ও কার্ল মার্কস সরণির নাম বদলের প্রক্রিয়া দ্রুত কার্যকর করার পথে এগোচ্ছে ‘রোড রিনেমিং কমিটি’। সোমবার কলকাতা পুরনিগমে রাস্তার নামকরণ ও নাম বদলের কমিটির কাজ শুরু করে এমনটাই জানালেন কমিটির চেয়ারম্যান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ। তাঁর প্রশ্ন, তাঁদের নাম কেন রাখব? বাংলা বা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে লেনিন-মার্কস এঁদের সম্পর্ক কী ? একই সঙ্গে বিশ্ব বাংলা সরণির নাম বদলে চৈতন্য মহাপ্রভুর নামে করার কথাও এদিন জানান তিনি। কলকাতার রাস্তা, সেতু, অ্যাভিনিউ-সহ বিভিন্ন জনবহুল জায়গার নামকরণ ও নাম পরিবর্তনের জন্য রাজ্য সরকার যে কমিটি তৈরি করেছে, তার কাজের জন্য কলকাতা পুরনিগমে একটি ঘর দেওয়া হয়েছে। সোমবার সেখানে গিয়ে দায়িত্ব বুঝে নেন কার্তিক মহারাজ। এই কমিটির কাছে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাস্তার নতুন নামের প্রস্তাব জমা পড়েছে। একক ভাবে কোনও নাম চূড়ান্ত না করে কমিটির সদস্যরা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন এমনটাই সোমবার জানান কার্তিক মহারাজ। পরে সেই সুপারিশ বিধানসভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পাঠানো হবে। এক্ষেত্রে নতুন নামের তালিকায় ভারতীয় ও বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত মনীষীদের নাম রাখার কথা জানান কার্তিক মহারাজ। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম বসু-সহ বিভিন্ন শহিদ-বিপ্লবী, সাধু-সন্ন্যাসী এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের নামে রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। সোমবার বিশ্ব বাংলা সরণির নামও বদলানোর কথা জানান তিনি। এই রাস্তাটি চৈতন্য মহাপ্রভুর নামে করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

এদিন লেনিন ও কার্ল মার্কসের নাম বদলের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর বক্তব্য, কেন রাখব? বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে বা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক কী? আমাদের উপর তাঁদের কী অবদান রয়েছে? কেন তাঁদের নাম থাকবে? এগুলো সব বদলে দেওয়া হবে। যদিও রাস্তার নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়ে অবশ্য ইতিমধ্যেই রাজ্যে রাজনৈতিক বিরোধিতাও শুরু হয়েছে। সিপিআই(এম) সহ অন্যান্য বিরোধীদের দাবি, নাম বদলের কমিটিতে ইতিহাসবিদ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বদলে বিজেপির ঘনিষ্ঠদের রাখা হলে এমন সিদ্ধান্তই আসবে। তাদের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে রাস্তার নাম আছে, সেগুলি বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কমিটির চেয়ারম্যানকে কে দিয়েছে?

মমতা তৃণমূলের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও নাম বদলের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান জানাতেই নানা রাস্তার নাম রাখা হয়। কার্ল মার্কস ও লেনিন বিশ্বজোড়া পরিচিত নাম হওয়ায় তাঁদের নামে থাকা রাস্তার নাম বদল করা ঠিক হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার রাস্তার নাম পরিবর্তনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করল কমিটি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব খতিয়ে দেখে নতুন নামের সুপারিশ করা হবে। দুর্গাপুজোর পর কমিটির বৈঠক শুরু হওয়ার কথা বলেই সূত্রের খবর।

রাজ্যে ভুয়ো চিকিৎসক ধরতে ১৭ বছরের নথি খতিয়ে দেখবে মেডিক্যাল কাউন্সিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের একের পর এক ভুয়ো চিকিৎসক ধরা পড়ার পরই নড়েচড়ে বসল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এবার ভুয়ো চিকিৎসক চিহ্নিত করতে চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথি যাচাই করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল। যদিও এক্ষেত্রে এক-দু’বছরের নথি নয়, গত ১৭ বছরে রাজ্যে নথিভুক্ত হওয়া সব চিকিৎসকদের তথ্য একসঙ্গে মিলিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়াতে শুধু চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা নয় বরং ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যও যাচাই করে দেখা হবে। ফলে শুধু ভুয়ো নাম বা নম্বর নয়, কোনও চিকিৎসকের শিক্ষাগত নথিতে অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তাও পরীক্ষার আওতায় আসতে চলেছে বলেই সূত্রের খবর। কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন বিভাগ ১৭ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট সংস্থা ‘ইনোভা ইউনিফায়েড ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড’-কে চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নথিভুক্ত চিকিৎসকদের গত ১৭ বছরের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য ‘এক্সেল’ ফরম্যাটে পাঠাতে বলা হয়েছে। কাউন্সিল সূত্রের খবর, সোমবার থেকেই এই যাচাইয়ের কাজ শুরু হওয়ার কথা। এই নথিতে শুধু

চিকিৎসকের নাম বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকলেই চলবে না। চাওয়া হয়েছে নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বাবার নাম, লিঙ্গ, বর্তমান ঠিকানা, প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এমবিবিএস ডিগ্রি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হয়েছে তার নাম। কারও এমবিবিএসের পর অন্য কোনও উচ্চতর যোগ্যতা থাকলে তার বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও দিতে হবে। কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী তথ্যগুলি নির্দিষ্ট ধারায় সাজিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রমিক নম্বরের পরে থাকবে চিকিৎসকের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বাবার নাম, লিঙ্গ, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, এইভাবেই নির্দিষ্ট ফরম্যাটে সব তথ্য ধরে পরবর্তী পর্যায়ে নথিগুলি মিলিয়ে দেখা হবে বলেই সূত্রের খবর। যদিও কেন এত বছরের তথ্য একসঙ্গে যাচাই করার দরকার পড়ল, সেই প্রসঙ্গে কাউন্সিলের পদক্ষেপে এর উত্তর স্পষ্ট। চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বৈধ হলেও তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ডিগ্রির উৎস নিয়ে কোনও প্রশ্ন আছে কি না, তা ধরতে হলে একাধিক নথি পাশাপাশি দেখা প্রয়োজন। দীর্ঘ সময়ের তথ্যভান্ডার পরীক্ষা করে সেই সব নথি একসঙ্গে দেখার সুযোগ তৈরি হবে। এই অডিটে কোনও চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন ভুয়ো বলে প্রমাণিত হলে তার এমবিবিএস রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার পাশাপাশি পুলিশের কাছে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে। অর্থাৎ, কাউন্সিলের এই উদ্যোগ শুধু নথি যাচাইয়ে থেমে থাকবে না, অনিয়ম ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রঘুনাথপুরে অসুস্থ ভাইকে খুনের ঘটনায় ধৃত দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী ভাই। তাঁর বিপুল চিকিৎসার খরচ জোগাতে কার্যত হিমশিম খাচ্ছিল পরিবার। সঙ্গে জুড়েছিল সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ। সেই আক্রোশেই ফাঁকা বাড়িতে নিজের অসুস্থ ভাইকে থেঁতলে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল নিজের দাদার বিরুদ্ধে। রবিবার এমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে বাগুইআটি থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম বলরাম রাজবংশী। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পরিবারের লোকজনকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্ত দাদা কৃষ্ণ রাজবংশীকে গ্রেপ্তার করে বাগুইআটি থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভরদুপুরে বাগুইআটির রঘুনাথপুরের বাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় বলরামের দেহ। শয্যাশায়ী ওই যুবকের কপালে ও মাথায় একাধিক মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন ছিল। ঘটনার খবর পেয়েই পৌঁছয় বাগুইআটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিবার সূত্রে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশকে জানানো হয়েছিল, রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ মা-বাবা এবং দাদা সকলেই যার যা কাজে বেরিয়ে যান। বাড়িতে একা ছিলেন শয্যাশায়ী বলরাম এবং তাঁদের পোষ্য সারমেয়টি। দুপুরে যুবকের মা বাড়িতে ফিরে দেখেন বাইরে থেকে গেট তালা বন্ধ। তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই তিনি দেখেন, বিছানায় ভেসে যাচ্ছে রক্তে, পড়ে রয়েছে ছেলের নিথর দেহ। আলমারি খোলা, গোটা ঘর লন্ডভন্ড। পাশের একটি ঘরে আটকে রাখা ছিল পোষ্যটিকে। পরিবারের দাবি ছিল, আলমারিতে থাকা নগদ প্রায় দু’লাখ টাকা এবং সোনার গয়না লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

প্রাথমিকভাবে বিষয়টি ফাঁকা বাড়িতে দুষ্কৃতীদের ঢুকে ডাকাতি ও খুনের ঘটনা বলে মনে হলেও, তদন্তে নেমে একাধিক খটকা পান তদন্তকারীরা। বাইরে থেকে মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে খুন করে চম্পট দেওয়ার বিষয়টিই পুলিশের সন্দেহের তির ঘোরায় বাড়ির লোকের দিকে। চাবি রয়েছে বা বাড়ির ভেতর চেনা এমন কেউ ছাড়া এই কাজ সম্ভব নয় বলেই নিশ্চিত হন গোয়েন্দারা।

এরপরই পরিবারের সদস্যদের আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। এরপর টানা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ভেঙে পড়েন বলরামের দাদা কৃষ্ণ রাজবংশী এবং ভাই হত্যায় নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। তিনি জানান, বাবা-মা বেরিয়ে যাওয়ার পর ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নেন তিনি। প্রতিবেশীরা যাতে টের না পান এবং বাঁধা না দিতে পারে, তার জন্য পোষ্য সারমেয়টিকে পাশের ঘরে আটকে রাখা হয়। এরপরই শয্যাশায়ী ভাইয়ের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে থেঁতলে খুন করেন দাদা। পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে ও ঘটনাটিকে ডাকাতির রূপ দিতে আলমারি খুলে লন্ডভন্ড করে নগদ ও গয়না গায়েব করে দেওয়া হয়।

বাগুইআটি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মূলত দুটি কারণ উঠে আসছে। বলরামের দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় বিপুল অর্থ ব্যয় এবং পারিবারিক সম্পত্তির বিবাদ। ধৃত কৃষ্ণকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে এই খুনের নেপথ্যে আর কারও ভূমিকা রয়েছে কি না এবং লুট হওয়া টাকা-গয়না কোথায় সরানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পুরসভার চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষোভের মুখে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে ডেঙ্গু বিরোধী সচেতনতামূলক অভিযানে গিয়ে পুরসভার চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের চরম ক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সোমবার কলকাতার চিৎপুরে সরকারি কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাংশ। মূলত, দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি ও স্থায়ী বেতন কাঠামো নির্ধারণের দাবিতেই মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আন্দোলনকারীরা। উত্তেজিত কর্মীদের শান্ত করতে তাঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখার আশ্বাস মিললেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য কোষাগারের বেহাল আর্থিক দশা এবং রাজ্য সরকারের চালু করা একাধিক সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খরচের বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন পুরমন্ত্রী। বর্ষার মরশুমে কলকাতায় ডেঙ্গুর প্রকোপ সামলাতে শহরজুড়ে টানা প্রচার চালাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই সোমবার চিৎপুর এলাকায় এক বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযানে সামিল হয়েছিলেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে শেষ হলেও বিপত্তি ঘটে মন্ত্রী এলাকা ছেড়ে বেরোনোর মুখে। অভিযোগ, তিনি গাড়িতে উঠতেই হঠাৎ পুরসভার অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীরা চারদিক থেকে গাড়ি ঘিরে ধরেন। নিজেদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও আর্থিক অনটনের কথা তুলে ধরে স্লোগান দিতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকেই বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হন অগ্নিমিত্রা। কর্মীদের সমস্যার কথা ধৈর্য ধরে শোনেন এবং বর্তমানে তাঁরা যে ভাতা পান, তা অপ্রতুল বলে মেনে নেন। এরপরই অস্থায়ী কর্মীদের উদ্দেশে আশ্বাসসূচক কণ্ঠে পুরমন্ত্রী বলেন, ‘এই সরকার গণতান্ত্রিক ও মানবিক। কারও ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।’ পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের ভাতা প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তিনি স্পষ্ট জানান, ‘ওঁরা দিনে মাত্র ৩০৩ টাকা করে পান, যা বর্তমান দিনে অত্যন্ত কম। আমরা অবশ্যই ওঁদের ভাতা বাড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করব। বর্তমান সরকারের আমলে আজ পর্যন্ত কারও বেতন বন্ধ হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

অ্যাক্রোপলিস মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে হেনস্তা, গ্রেপ্তার ৬ মদ্যপ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার অন্যতম অভিজাত মল বলে পরিচিত কসবার অ্যাক্রোপলিস মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে চরম হেনস্তার শিকার হলেন এক চিকিৎসক দম্পতি। মহিলাকে লক্ষ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য ও শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ৬ জন মদ্যপ যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কসবা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম আনন্দ কুমার, সুরেশ কুমার, অরবিন্দ কুমার, সৃজন দরবার, মনোজ রায় এবং অরিন্দম ঘোষ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শহরের একটি সুরক্ষিত শপিং মলের ভেতরে এই ধরনের নক্কারজনক ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিত চিকিৎসক দম্পতি দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকার বাসিন্দা। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁরা ছবি দেখতে অ্যাক্রোপলিস মলে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, ছবি শেষ হওয়ার পর বা চলাকালীন মলের প্রেক্ষাগৃহ চত্বরে ওই ছ’জন মদ্যপ যুবক তাঁদের পিছু নেয় এবং চিকিৎসক স্ত্রীকে লক্ষ্য করে একের পর এক কুরুচিকর ইঙ্গিত ও অশ্লীল মন্তব্য ছুড়ে দিতে থাকে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে যুবকদের এই অসভ্য আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান মহিলা ও তাঁর স্বামী।

অভিযোগ উঠেছে, প্রতিবাদ করতেই বচসা চরম আকার ধারণ করে। সেই সময় ওই যুবকদের কয়েকজন বান্ধবী, যাঁরা প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে ছিলেন, তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। নিজেদের অপরাধ ঢাকতে ও পরিস্থিতি ঘোরালো করতে যুবকদের বান্ধবীরা উলটে ওই চিকিৎসক দম্পতির বিরুদ্ধেই শ্লীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগ তুলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। মলের ভেতরে এই নজিরবিহীন গোলমাল ও চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন প্রেক্ষাগৃহের নিরাপত্তাকর্মীরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কসবা থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ দ্রুত পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। কিন্তু অভিযোগকারীদের দাবি, পুলিশের সামনেও বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে ওই যুবকেরা চিকিৎসক দম্পতিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দিতে থাকে। এরপরই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং ৬ অভিযুক্তকেই হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৬(২), ১১৫(২), ৩(৫), ৭৯, ৭৪ এবং ৩৫১(২) সহ একাধিক জামিনঅযোগ্য ও গুরুতর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং ঘটনার সময় তারা কতটা মদ্যপ অবস্থায় ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের আশা, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে এই ঘটনার আরও অনেক বিবরণ সামনে আসবে। এদিকে এই আকস্মিক ও অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে মারাত্মক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন নির্যাতিত চিকিৎসক দম্পতি। রবিবার সন্ধ্যার এই ঘটনার পর কলকাতার অভিজাত শপিং মলগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা শিথিল, তা নিয়ে আবারও বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন দাঁড়িয়ে গেল সাধারণ মানুষের মনে।

বাঙালি হৃদয়ের ‘মৌচাক’ ভেঙে না ফেরার দেশে চির‘আশ্রিতা’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা ছবির এক পরিচিত মুখ আর নেই। রবিবার রাতে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। গত এক বছর ধরে তাঁর ক্যানসারের চিকিৎসা চলছিল। এক সময়ের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী জীবনের শেষ পর্বটা অবশ্য কাটিয়েছেন অনেকটাই প্রচারের আড়ালে।

সত্তরের দশকে বাংলা ছবিতে আবির্ভাব হয় মিঠু মুখোপাধ্যায়। ১৯৭১ সালে চিত্ত বসুর ‘শেষ পর্ব’ দিয়ে বড় পর্দায় পা রাখেন তিনি। ১৯৭৩-এর ‘মর্জিনা আবদুল্লা’ তাঁকে দর্শকের কাছে পরিচিত করে তোলে। মর্জিনার চরিত্রে তাঁর অভিনয় নজর কাড়ে। তার পর ‘নিশিকন্যা’, ‘মৌচাক’, ‘স্বয়ংসিদ্ধা’, ‘প্রতিমা’, ‘চাঁদের কাছাকাছি’, ‘হোটেল স্নো ফক্স’-এর মতো ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের মনে স্বতন্ত্র জায়গা করে নেন অভিনেত্রী। ‘মৌচাক’-এর নীপা কিংবা ‘মর্জিনা আবদুল্লা’-র মর্জিনা, এই দুটি চরিত্রই এখনও বাংলা ছবির দর্শকের স্মৃতিতে তাজা রয়েছে।

‘মৌচাক’-এ রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে তাঁর জুটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে ‘স্বয়ংসিদ্ধা’তেও

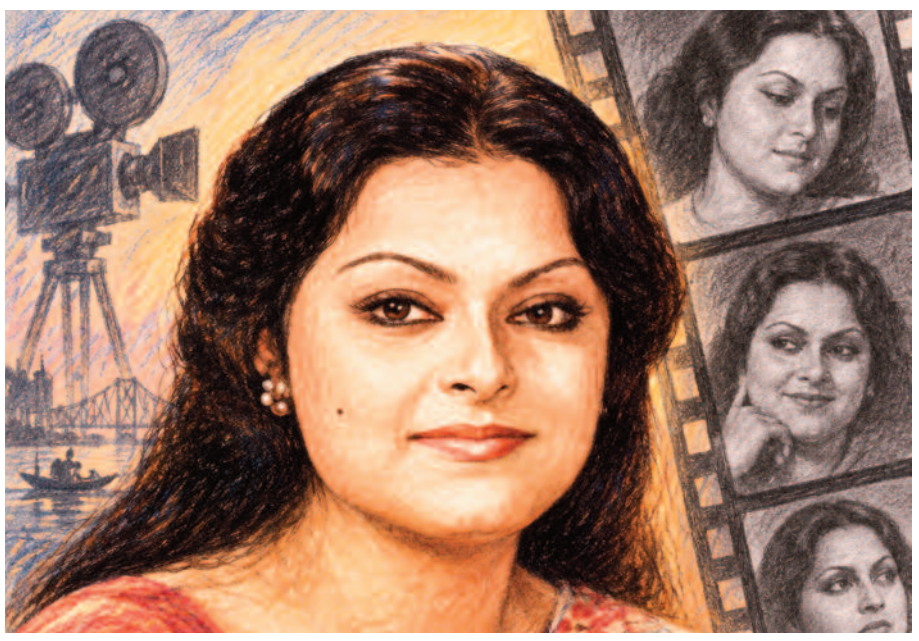

প্রয়াত মিঠু মুখোপাধ্যায়

দু’জনকে একসঙ্গে দেখা যায়। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, দেবরাজ রায়-সহ একাধিক প্রথম সারির শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন মিঠু। বাংলা ছবির পাশাপাশি হিন্দি এবং ওড়িয়া ছবিতেও অভিনয় করেন। হিন্দি ছবিতে তাঁর কাজের মধ্যে ছিল ‘খান দোস্ত’, ‘সফেদ ঝুট’, ‘দিল্লাগি’ এবং ‘দো লড়কে দোনো কড়কে’। যদিও অভিনয়ের সময়কাল তাঁর খুব দীর্ঘ ছিল না। তবু অল্প সময়েই পর্দায় এমন কিছু চরিত্র রেখে গিয়েছেন, যা তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। সৌন্দর্যের পাশাপাশি স্বাভাবিক অভিনয় ছিল তাঁর বড় শক্তি। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই অভিনয় এবং প্রচারের জগৎ থেকে দূরে সরে যান। কলকাতার দক্ষিণে তাঁর বাড়ি ছিল। পরে সেটি বিক্রি করে মুম্বইয়ে দিদির কাছে চলে যান। সেখানেই কাটছিল তাঁর শেষ জীবন। মিঠুর প্রয়াণে স্মৃতিচারণ করেছেন সহকর্মীরা। রঞ্জিত মল্লিকের কথায়, মিঠু ‘অসাধারণ একজন অভিনেত্রী’। ‘মৌচাক’ ও ‘স্বয়ংসিদ্ধা’র স্মৃতি টেনে তিনি জানান, মিঠুর অভিনয়ে স্বাভাবিকতা ছিল এবং পর্দায় তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রাণবন্ত। তাঁর কথায়, একজন অসাধারণ অভিনেত্রী এবং ভালো মানুষকে হারালাম আমরা। একই আক্ষেপ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়েরগলাতেও, মিঠুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকলেও তা আর পূরণ হল না। উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা ভেবেছিলেন রূপা। পরে জানতে পারেন, মিঠু হাসপাতালে ভর্তি। রূপা লিখেছেন, ভাবতাম একদিন নিশ্চই কলকাতায় ফিরবেন, দেখা হবে। সোমবার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও মিঠুর ছবি দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, মিঠুর স্মৃতি ও কাজ দীর্ঘদিন মানুষের মধ্যে থেকে যাবে। মিঠু মুখোপাধ্যায়ের বিদায়ে তাই শুধু এক অভিনেত্রীর জীবনাবসান নয়, বাংলা ছবির এক বিশেষ সময়েরও পর্দা নামল।

হাইকোর্টে ধাক্কা মহুয়ার, তেহট্টে ডিম থেরাপির জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিরাপত্তার বন্দোবস্ত নিশ্চিত করতে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও লোকসভা এলাকায় দলীয় বৈঠকে গিয়ে হেনস্তার মুখে পড়তে হল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। কৃষ্ণনগরের তেহট্টে তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া, ‘গো ব্যাক’ স্লোগান এবং কালো পতাকা দেখানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতির পুরনো মন্তব্যকে হাতিয়ার করে তোপ দাগেন সাংসদ। অন্যদিকে, হামলার অভিযোগে জরুরি ভিত্তিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও বড়সড় ধাক্কা খেলেন মহুয়া। কারণ, জরুরি শুনানির আবেদন সোজাসুজি খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য উল্লেখ করেন মহুয়া মৈত্রের আইনজীবী। আদালতে সওয়াল করে আইনজীবী জানান, নিজ লোকসভা কেন্দ্রে যাতায়াতের সময় সংসদ সদস্যকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য হাইকোর্ট আগেই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সাংসদের নিরাপত্তার কোনো সুব্যবস্থা ছিল না এবং প্রকাশ্যে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছে। ফলে আদালত যাতে বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শোনে, সেই আবেদন জানানো হয়। কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য সেই আর্জি শুনতে একেবারেই রাজি হননি। আবেদন খারিজ করে বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, এ বিষয়ে আদালত ইতিমধ্যেই যা বলার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে এবং নতুন করে কোনো আদেশের প্রয়োজন নেই। ঘটনার সূত্রপাত সম্প্রতি তেহট্টের হাউলিয়া পার্ক মোড়ে। সেখানে একটি দলীয় কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। অভিযোগ, সাংসদ সেখানে পৌঁছতেই একদল লোক জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বৈঠক শেষ করে মহুয়া মৈত্র বাইরে পা রাখতেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সাংসদকে লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখানো হয় এবং ক্রমাগত ‘গো ব্যাক’ স্লোগান তোলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভিড়ের মাঝ থেকেই মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে পরপর ডিম ছোড়া হয়।

এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাংসদ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ফেসবুক লাইভে এসে মহুয়া মৈত্র অভিযোগ করেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার বদলে পুলিশ উল্টে তাঁকেই জোর করে গাড়িতে তুলে স্থান ত্যাগ করে। এরপরই তেহট্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সাংসদের মূল অভিযোগ, হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে বসেছিল এবং নিছক দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। ঘটনার দিনই গাড়ি থেকে একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করেন মহুয়া। সেখানেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের উদ্দেশে মহুয়াকে কটাক্ষ করে বলতে শোনা যায়, ‘দেখে যান, বুলেটের মতো ডিম খাচ্ছি।’ উল্লেখ্য, গত অগস্ট মাসে মহুয়ারই দায়ের করা একটি মামলায় শুনানি চলাকালীন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত মন্তব্য করেছিলেন, ‘রাজনীতিতে এসে ডিম ছোড়ায় ভয় কিসের? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তো বুকে বুলেট সামলেছেন।’ শীর্ষ আদালতের সেই মন্তব্যের রেশ টেনেই তেহট্টের ঘটনার পর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও বিচারব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফেসবুক লাইভে সুর চড়ান কৃষ্ণনগরের বিতর্কিত এই তৃণমূল সাংসদ।

সম্পাদকীয়

বজ্র বৃষ্টি শুধু জল নয়, অর্থনীতিরও হিসেবও

আকাশ কালো হলেই কৃষকের মুখে হাসি। সে শুধু আর জমির দিকে তাকায় না। তাঁর চোখে তখন স্বস্তি, নিশ্চিন্ত তাঁর আগামী কয়েক মাসের সংসার। কখন বৃষ্টি নামবে, কতটা নামবে, বৃষ্টি থামবে কখন; এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনেকটাই নির্ভর করে তাঁর ধান, গম, ভুট্টা, সয়াবিন কিংবা আখের ফলন। শহরের ছবিটাও আলাদা নয়। মুম্বইয়ের মতো শহরে কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টি বদলে দিতে পারে যান চলাচল, ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণকাজ, পরিষেবা ঘেকে স্বাভাবিক জনজীবন। ভারতের অর্থনীতিতে তাই বর্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মোট বার্ষিক বৃষ্টির প্রায় ৭০ শতাংশ আসে বর্ষাকালে। এই জল কৃষিজমিকে সজীব করার পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জলের পরিমান, জলাধার এবং নদী-নালার মতো জলভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করে। ফলে বর্ষা ভালো হলে তার প্রভাব শুধু মাঠে নয়, বাজারেও পড়ে।কৃষকের হাতে টাকা বাড়ে, গ্রামীণ এলাকায় বিক্রিবাটা বাড়ে, খাদ্যপণ্যের জোগান বাড়ে এবং অর্থনীতির একাধিক ক্ষেত্রে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ২০২৬ সালের বর্ষাকে ঘিরে অবশ্য শুরু থেকেই বিশেষ নজর ছিল। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর এপ্রিল মাসেই স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। এই বছর এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির ঘাটতি চলছে রাজ্যে। কিন্তু বৃষ্টি শুধু আশীর্বাদ নয়, কখনও ঝুঁকিও। অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হতে পারে, শহরে জল জমতে পারে, পরিবহণ ব্যাহত হতে পারে। আবার বৃষ্টি কম হলে কৃষির উৎপাদন এবং জলভাণ্ডারে তার প্রভাব পড়ে। এই দুই ধরনের ঝুঁকিকে আগেভাগে বোঝার জন্য আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্ব এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের নতুন উদ্যোগটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুম্বইয়ের বৃষ্টিপাতকে ভিত্তি করে দেশে প্রথমবারের মতো বৃষ্টিনির্ভর আর্থিক চুক্তির ব্যবস্থা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবে কত বৃষ্টি হল এবং নির্ধারিত মাত্রার সঙ্গে তার কতটা পার্থক্য হল;তার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থায় আর্থিক ঝুঁকি সামলানো যাবে। কৃষি, পরিবহণ, নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বৃষ্টিনির্ভর ক্ষেত্রের জন্য এর গুরুত্ব ভবিষ্যতে বাড়তে পারে।

শব্দছক ২৭৫

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■	■	■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. চিহ্ন ৩. প্রচুর ৫. বৃক্ষ ৬. আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত গলিত প্রবাহ ৮. প্রাসাদ বাড়ির স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ ১০. সীতাপতি ১২. কদর্য অনুশাসন ১৪. বিশাল সংবাদ ১৬. সাধিত করা ১৭. পণ্যদ্রব্য ১৯. মুঠি পাকিয়ে পিঠে মারা ২১. শূণ্যতা ২২. কাজের দায়িত্ব পাওয়া ২৩. স্থিতিস্থাপক বস্তু

ওপর-নিচ: ১. একেবারে শুরু ২. ললাট ৩. অপর এবং অপর ৪. রম্ভা ৭. উপর্যুপরি ভেঙে যাওয়া ৯. সঙ্গের জিনিস যে জনে-জনে ডেকে বেচে ১১. মশক ১২. নিশ্চিৎ ১৩. হঠাৎ ১৪. খদ্যোত ১৫. খসে পড়া ১৭. তার-বিহীন যোগ ১৮. অন্ধকার ২০. রাম-তনয়

সমাধান ২৭৪ — পাশাপাশি: ১. নিশি ২. অপয়া ৫. আবির ৬. মাতা ৭. রমা ৯. রাজরাজারা ১১. নরাধম ১৩. অবদান ১৬. সজলমেঘ ১৮. দানী ১৯. দায়ী ২০. টক ২১. কানন ২৪. সারা

ওপর-নিচ: ১. নিবারন ২. অবিরাম ৩. পরজ ৪. দোতারা ৬. মাজা ৮. মারা ১০. রাঘব ১২. ধবল ১৩. অঘটন ১৪. দাদা ১৫. ননীচোরা ১৬. সদাই ১৭. জয়ী

আজকের দিন

■ **১৭৭৬** — আমেরিকান বিপ্লবী যুদ্ধের ক্যাপ্টেন এবং গুপ্তচর নাথান হেলকে ব্রিটিশ বাহিনী ফাঁসি দিয়েছিল।

■ **১৯৩৯** — পোল্যান্ডের সফল আক্রমণ ও বিভাজন উদযাপনের জন্য নাৎসি জার্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রেস্ট-লিটভস্কে একটি যৌথ সামরিক কুচকাওয়াজ করেছিল।

জন্মদিন

১৯৫০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পবন কুমার চামলিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৬৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কুলদীপ বিনয়ের জন্মদিন।*

১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ঈউন্নি মুকুন্দনের জন্মদিন।*

পবন কুমার চামলিং

শীর্ষ সম্মেলনের আঙিনা ছাড়িয়ে ভারতের ব্রিকস-অধ্যায়ের চিরস্থায়ী ছাপ

ডঃ সুকান্ত মজুমদার

কেন্দ্রীয় শিক্ষা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক প্রতিমন্ত্রী

৩০টিরও বেশি শহরে ৪০০-রও বেশি বৈঠক থেকে শুরু করে 'ডিপ-টেক' প্রযুক্তির নজরকাড়া প্রদর্শনী কিংবা কর-সহযোগিতার নতুন আন্তর্জাতিক মঞ্চ- সব মিলিয়ে ভারতের এই এক বছরের সভাপতিত্ব 'ব্রিকস প্রেসিডেন্সি' বা ব্রিকস নেতৃত্বের প্রথাগত সংজ্ঞাটাকেই আমূল বদলে দিল।

নয়াদিল্লিতে ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই গোষ্ঠীর সভাপতিত্বে ভারতের চতুর্থ দফা দায়িত্বেরও সমাপ্তি ঘটল। এর আগে ২০১২, ২০১৬ এবং ২০২১ সালে ব্রিকসের সভাপতিত্ব করেছিল ভারত। প্রতিষ্ঠার দু'দশক পেরিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতির অলিন্দে ব্রিকস আজ কেবল আকারে ও বহরেই বাড়েনি, তার ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব ও ভৌগোলিক বিস্তৃতিও ঘটেছে অভাবনীয়ভাবে। তবে ভারতের এবারের নেতৃত্বের আসল স্বাক্ষর কেবল শীর্ষ সম্মেলনের মূল মঞ্চেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল সেই সম্মেলনকে ঘিরে সারা বছর ধরে চলা নানা কর্মকাণ্ডে।

শীর্ষ সম্মেলনের সূচনা পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবারের সভাপতিত্বের মূল ভাবনাটিকে 'জনমুখী এবং মানবতাই প্রথম' (পিপল-সেন্ট্রিক অ্যান্ড হিউম্যানিটি-ফার্স্ট) হিসেবে বর্ণনা করেন। স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্ব- এই চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল এবারের মূল ভাবাদর্শ, যা ছিল এই বছরের আনুষ্ঠানিক থিম। নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে সার্বভৌম সমতা, পারস্পরিক সম্মান ও ঐকমত্যের নীতির প্রতি ফের আস্থা প্রকাশ করা হয়। আরও প্রতিনিধিত্বশীল ও দায়বদ্ধ বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও সেখানে তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে সম্মেলন আয়োজনের জন্য ভারত সরকার এবং দেশের মানুষকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

বৃহত্তর পরিসরে বিচার করলে এবারের কর্মসূচির ব্যাপ্তি ছিল অভূতপূর্ব। 'নয়াদিল্লি ঘোষণা'-য় ৩০টি শহরে ৪০০-রও বেশি বৈঠক ও কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মন্ত্রী, সাংসদ, সরকারি আধিকারিক, বিশেষজ্ঞ এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। ব্রিকসের কার্যক্রম তাই শুধু রাজধানীর বৈঠককক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক সংস্থাতেও তার পরিসর বিস্তৃত হয়েছে।

এই মেলবন্ধন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কূটনীতি এখন আর কেবল বিদেশ মন্ত্রকের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত কোনো বিষয় নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও সুদৃঢ় সম্পর্কের ভিত গড়ে তোলেন গবেষক, উদ্যোক্তা এবং তরুণ পেশাদাররাই। আর ভারতের এই সভাপতিত্বের মূল প্রয়াসই ছিল বিশ্বের কূটনীতির এই বৃহত্তর আলোচনায় তাঁদের জন্য একটি স্থায়ী জায়গা নিশ্চিত করা।

কূটনীতি ও গভীর প্রযুক্তির মেলবন্ধন

কূটনীতি ও গভীর প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব মেলবন্ধনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি ফুটে উঠেছিল ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ভারত মণ্ডপমে। ব্রিকস বিজনেসমেন ফোরামের পাশাপাশি সেখানেই আয়োজিত হয় 'ব্রিকস ভারত ইনোভেটস এক্সপোজিশন'। শিক্ষা মন্ত্রক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ভারতের ৩৭টি 'ডিপ-টেক' স্টার্টআপ ও নতুন উদ্যোগকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা হয়, যার দর্শক ও অনুঘটক ছিলেন ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর প্রথম সারির ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের জুনে ফ্রান্সের নিস শহরে আয়োজিত প্রথম 'ভারত ইনোভেটস' প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া ১২০টি উদ্যোগের মধ্য থেকেই যাচাই করে এই ৩৭টিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

ভাবনাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চকে সরাসরি বাণিজ্যিক দ্বারের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা- তা প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বই হোক, বিনিয়োগ কিংবা নতুন বাজার ছোঁয়ার সুযোগ। তবে শেষ পর্যন্ত এই আলোচনাগুলো বাস্তবে কত দূর বাণিজ্য ও চুক্তিতে রূপ নেয়, সেটিই হবে এই উদ্যোগের আসল পরীক্ষা।

প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও নীতির সূক্ষ্ম হিসাব

প্রযুক্তি ছিল এবারের কর্মসূচির অন্যতম প্রধান বিষয়। সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। স্বাগত জানানো হয়েছে 'ব্রিকস ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক' এবং 'ব্রিকস সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ রিপোজিটরি'-কে। একই সঙ্গে কোয়ান্টাম প্রযুক্তির অগ্রগতি নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি একটি 'ব্রিকস স্টার্ট-আপ ইনোভেশন ফান্ড' গঠনের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়েছে।ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ডিজিটাল দক্ষতা এবং স্থিতিস্থাপক যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সাবমেরিন কেব্‌ল-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোর কথাও রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে সহজলভ্য, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবহারের পক্ষে সমর্থন জানানো হলেও, এর সঙ্গে যুক্ত সম্ভাব্য ঝুঁকির কথাও স্বীকার করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে ভারতের আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এর কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও পর্যায়ক্রমিক। সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রে 'স্ট্র্যাটেজি ফর ব্রিকস ইকোনমিক পার্টনারশিপ ২০৩০'-এর অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়, যা ভবিষ্যৎ সেক্টরাল কর্মসূচির মূল রূপরেখা তৈরি করবে। লেনদেন ও বার্তা আদান-প্রদান ব্যবস্থার আন্তঃকার্যকারিতা এবং বাণিজ্য নিষ্পত্তিতে স্থানীয় মুদ্রার আরও ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়ে সদস্য দেশগুলো তাদের প্রযুক্তিগত কাজ অব্যাহত রেখেছে। তবে একই সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, প্রতিটি দেশের জাতীয় অগ্রাধিকার ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ভিন্ন, তাই কোনো একটি নির্দিষ্ট মডেল সব সদস্যের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। 'নিউ ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম' গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনাও ধাপে ধাপে, সর্বসম্মতির ভিত্তিতে এবং সদস্য দেশগুলির নিজস্ব উদ্যোগ ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি, বিমা ও পুনর্বিমা ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভারতের পক্ষ থেকে গুজরাতের গিফট সিটির ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টারে একটি 'ব্রিকস রিস্ক ল্যাব' গড়ে তোলার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

চোখে ততটা না পড়লেও, তাৎপর্যের দিক থেকে কর-সহযোগিতার বিষয়টিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিকসের সদস্য দেশগুলির কর-প্রশাসন আন্তর্জাতিক করব্যবস্থা, ট্রান্সফার প্রাইসিং এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করেছে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য 'ব্রিকস ট্যাক্স সাপোর্ট নেটওয়ার্ক' এবং 'ট্যাক্স ক্রস-লার্নিং ল্যাব' গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে। উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলির ক্ষেত্রে, যাদের অনেককেই আন্তঃ সীমান্ত করব্যবস্থা নিয়ে প্রায় একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও তথ্য পরস্পরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াও সহযোগিতার এক বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে।

জনগণ, জনস্বাস্থ্য এবং খাদ্য নিরাপত্তা

সরকারি পর্যালোচনার গণ্ডি ছাড়িয়ে এবারের সভাপতিত্বে সংসদীয় প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, যুবসমাজ, নারী উদ্যোক্তা, থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক যৌথ মঞ্চ গড়ে তোলা হয়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং প্রযুক্তির পরিবর্তনের মূলে রয়েছে তরুণ প্রজন্ম; তাই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা এই সংযোগ ও সমন্বয় যে কোনো একক মেয়াদের সভাপতিত্বকেও ছাপিয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। অন্যদিকে, কোচি শহরে অনুষ্ঠিত 'ব্রিকস উইমেন মিনিস্টেরিয়াল মিটিং'-এ নারীদের আর্থিক ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা সত্তা গঠন এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বের বিকাশের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় একটি সুস্থ ও সচেতন জীবনশৈলী গড়ে তুলতে 'ব্রিকস মিশন ফর হেলদি লাইফস্টাইল' এবং ২০২৬-২০২৯ সালের একটি যৌথ কৌশলগত রূপরেখাকে সমর্থন জানানো হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে একটি 'ট্রেনিং হাব নেটওয়ার্ক' এবং 'সেন্টারস অব এক্সেলেন্স'-এর যৌথ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়, যার কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে ভারতের 'নিমহ্যানস' (NIMHANS)। একই সঙ্গে, প্রথাগত, পরিপূরক ও সমন্বিত চিকিৎসাপদ্ধতির জন্য একটি বিশেষজ্ঞ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে সমর্থন জানানো হয়েছে, যেখানে তথ্যপ্রমাণভিত্তিক গবেষণা এবং সঠিক নীতি-নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একটি 'ব্রিকস গ্রেইন এক্সচেঞ্জ' গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে বিশদ আলোচনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

গ্লোবাল সাউথ বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য

ব্রিকসের এই সম্প্রসারিত রূপ এমন কিছু দেশকে এক মঞ্চে নিয়ে এসেছে যাদের অর্থনৈতিক কাঠামো, আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা এবং অগ্রাধিকারগুলি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাভাবিকভাবেই, প্রতিটি বিষয়ে সব সদস্য দেশের স্বার্থ বা দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় এক হয় না। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেই, অংশীদার দেশগুলিকে এই প্রক্রিয়ায় শামিল করতে ভারতের পক্ষ থেকে একটি 'আউটরিচ/ব্রিকস প্লাস ডায়ালগ' আয়োজন করা হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত লক্ষ্য- অর্থাৎ 'গ্লোবাল সাউথ' বা দক্ষিণ গোলার্ধের উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রাধিকারকে বিশ্বমঞ্চে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতির সঙ্গেই এটি সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। এবারের যৌথ ঘোষণাপত্রেও আরও বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার দাবি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের (ডঙ্ক্ষু) সংস্কারের আহ্বান, তেমনই রয়েছে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলির বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জোরালো দাবি।

ঘোষণাপত্রে বারবার উঠে এসেছে পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিজ নিজ দেশের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বার্তা। এটিকে কোনো সীমাবদ্ধতা না বলে বরং এই জোটের মূল প্রশাসনিক নীতি বা দর্শন বলাই শ্রেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত যে একটি বৃহৎ ও বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যে ভরা ব্রিকসকে 'নয়াদিল্লি ঘোষণা'-য় একমত ও সর্বসম্মত করতে পেরেছে, তা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক আঙিনায় এক অনন্য সাধারণ সাফল্য। আসলে একটি সম্প্রসারিত ব্রিকসের সার্থকতা অভিন্নতার মধ্যে নয়; বরং এর আসল শক্তি লুকিয়ে রয়েছে পারস্পরিক ভিন্নতাকে মেনে নিয়েও বাস্তবসম্মত সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বের করার অন্তহীন প্রয়াসের মধ্যে।

ভবিষ্যতের পথরেখা

নয়াদিল্লি শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে ২০২৬ সালে ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের মেয়াদ শেষ হলেও, এই এক বছরে ভারত যে সমস্ত সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের সূচনা করেছে, তার পথচলা এখনই থমকে যাচ্ছে না। প্রযুক্তি ও গবেষণা, ডিজিটাল যোগাযোগ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি এবং যুবসমাজের পারস্পরিক সমন্বয়ের মতো ক্ষেত্রগুলিতে যে কাজ শুরু হয়েছে, তা এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামী দিনেও নিরবচ্ছিন্ন প্রযুক্তিগত কাজ এবং ধারাবাহিক সমন্বয় বজায় রাখার প্রয়োজন হবে। ভারতের এই সফল সভাপতিত্বের জন্য ব্রিকস নেতৃবৃন্দ দেশের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এবার ২০২৭ সালের জন্য সভাপতিত্বের এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করছে চীন, যেখানে অনুষ্ঠিত হবে এই গোষ্ঠীর ঊনবিংশতম শীর্ষ সম্মেলন।

প্রকৃতপক্ষে, যেকোনো দেশের সভাপতিত্বের সাফল্য কেবল সেই সময়ে ঘোষিত বড় বড় নীতি বা প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে না; বরং তা বিচার করা হয় দায়িত্ব হস্তান্তরের পর ঠিক কতখানি উদ্যোগ টিকে রইল ও তা ফলপ্রসূ হলো, তার ওপর ভিত্তি করে। ভারতের এই গৌরবময় ব্রিকস বর্ষের প্রকৃত মূল্যায়নও লুকিয়ে আছে ঠিক এইখানেই- পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হবে, তখন ভারত কর্তৃক সূচিত এই উদ্যোগগুলোর কতটা পথ এগিয়ে গেল, সেটিই হবে ভারতের এই স্মরণীয় বছরের সাফল্যের প্রকৃত মাপকাঠি।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

যারা কালোর মধ্যে আলো খুঁজে পায়, তাদের মনের চোখ সবচেয়ে সুন্দর। আর যারা আলোতেও কালো খুঁজে দেখে, তারা চোখ থাকতেও অন্ধ, মনটাও তাদের কুৎসিত।

কৌট-আনকৌট

রাজ্যের মৎস্যশিল্পে প্রচুর সম্ভাবনা। আমরা সেটা নিয়ে বারবার আলোচনা করেছি। কিন্তু আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীবরঞ্জন সিংকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব। তিনি আমাদের সব কথা শুনে পশ্চিমবাংলার মৎস্য শিল্পে বিকাশের জন্য ৯ কোটি টাকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আজ থেকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় আনা হল আমাদের রাজ্যকে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সন্দেহভাজন চিকিৎসকদের নিয়ে দুর্গাপুরে বিস্ফোরক দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রশাসনের নজরে আসার আগেই খবর পৌঁছে যাচ্ছে সন্দেহভাজন চিকিৎসকদের কাছে। সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা, কেউ কেউ নজর এড়াতে গা-ঢাকা দিচ্ছেন, দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের ডঃ শরদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারি এড়াতে আগেভাগেই সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন সন্দেহভাজন চিকিৎসকেরা। ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আগেই অনেকে সরে পড়ছেন।

বিধাননগরে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যব্যবস্থার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। ব্লাড ব্যাঙ্ক নিয়ে তৈরি হওয়া প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাবি, কোনও পরিষেবা বন্ধ হয়নি। ব্লাড ব্যাঙ্কেও কোনও সমস্যা নেই। নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার পর নিয়ম মেনেই নবীকরণ বা 'রিনিউয়াল' প্রক্রিয়া চলছে। স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য, বিষয়টি সেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ারই অংশ। অনুষ্ঠান থেকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়েও একাধিক তথ্য তুলে ধরেন স্বাস্থ্যকর্তারা। তাঁদের দাবি, রাজ্যে বর্তমানে ২৬টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। আরও কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কাজ এগোচ্ছে। বালুরঘাট ও কালিম্পংয়েও মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মুখে। এরই মধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবক্ষয় নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের প্রসঙ্গও ওঠে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এই অবক্ষয়ের দায় শুধুমাত্র বর্তমান তৃণমূল সরকারের উপর চাপানো যায় না। তাঁর দাবি, বিধানচন্দ্র রায়ের সময়ের পর থেকেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় ধারাবাহিক অবনতি হয়েছে। ফলে তৃণমূল সরকারের পাশাপাশি ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকাও আলোচনায় আনা প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, বামফ্রন্টের ৩৪ বছর এবং পরবর্তী ১৫ বছরের তৃণমূল, দুই পর্বেই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দুর্বলতা তৈরি হয়েছে। একের পর এক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দুর্বল হয়েছে বলেও অভিযোগ তিনি। সেই পরিকাঠামো পুনর্গঠনের কাজ এখন শুরু হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ করতে সময় লাগবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে শুধু পরিকাঠামো নয়, চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান নিয়েও সতর্কবার্তা দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। তাঁর কথায়, নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষার মান অক্ষুণ্ণ রাখাই এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় রাখার উপর জোর দেন তিনি। চিকিৎসা শিক্ষার ইতিহাসে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও তুলে ধরেন স্বাস্থ্যসচিব।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি তথ্য সামনে আসে। স্বাস্থ্যসচিবের দাবি, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রাজ্যে দ্রুত গতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও এই পরিষেবার আওতায় আসছেন বলে জানান তিনি। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিমা সংক্রান্ত কাজও এগিয়ে চলেছে বলে দাবি তাঁর। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধন ঘিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যসচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশাল, দুর্গাপুরের বিধায়কেরা এবং প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চিকিৎসা শিক্ষা এবং সন্দেহভাজন চিকিৎসকদের নিয়ে একের পর এক মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে চর্চা।

সেপ্টেম্বরেই খুলে যাবে চৌবেরিয়ায় নির্মিত সেচ খালের সেতু

ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অবশেষে কাটল দীর্ঘদিনের জট। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের চৌবেরিয়া এলাকায় ডিভিসি সেচ খালের ওপর নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন ঘিরে তৈরি হওয়া ধোঁয়াশার অবসান হতে চলেছে। ব্রিজের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন আগে শেষ হলেও প্রশাসনিক জটিলতায় এতদিন থমকে ছিল এর শুভ উদ্বোধন। তবে এবার মিলল স্বস্তির খবর। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যবাসীকে এই সেতু উৎসর্গ করা হতে চলেছে। তৃণমূল জমানায় শুরু হওয়া এই সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে পড়ে থাকলেও নানা আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত এতদিন বন্ধ ছিল। অবশেষে সমস্ত বাধা কাটিয়ে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালি এই সেতুটির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উদ্বোধনের প্রাক্কালে সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি চলাচলের একটি পরীক্ষামূলক 'ট্রায়াল রান' সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এদিনের ট্রায়াল রান দেখার জন্য সেতুর দু'পাশে উৎসাহী মানুষের ভিড় জমে যায়। সেতুটি চালু হলে জামালপুর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের যাতায়াতের ভোগান্তি দূর হবে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, 'সেতুটি তৈরি হয়ে পড়ে থাকায় তাদের অনেক ঘুরপথে যাতায়াত করতে হতো। অবশেষে এটি চালু হতে চলায় তারা ভীষণ আনন্দিত।' দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সাধারণ মানুষের এই দাবি পূরণ হতে চলায় বর্তমানে সমগ্র চৌবেরিয়া ও সংলগ্ন এলাকা জুড়ে বইছে খুশির হাওয়া। ডাবল-ইঞ্জিন প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপে এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগে নতুন গতি আসবে বলে মনে করছেন স্থানীয় নেতৃত্ব।

অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে যাওয়া ছাত্রীর পাশে বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সোমবার থেকে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় বসতে সকালে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছিল রাই রানি দেবী গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী প্রিয়া দাস। কিন্তু কেন্দ্রে পৌঁছেই মাথায় হাত! তাড়াহুড়োর মধ্যে অ্যাডমিট কার্ড বাড়িতেই রেখে এসেছে সে। সোমবার ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা পরীক্ষা। প্রিয়ার পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছিল দুর্গাপুরের তারকনাথ হাই স্কুলে। বাড়ি থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর পর অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে না থাকার বিষয়টি বুঝতে পারে সে। গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আগে এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে পরীক্ষায় বসবে, তা নিয়ে কার্যত ভেঙে পড়ে প্রিয়া। উদ্বেগে কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঠিক সেই সময় ছাত্রীর পাশে দাঁড়ান দুর্গাপুর ৩ নম্বর মণ্ডল বিজেপি যুব মোর্চার সহ-সভাপতি সৌম কেশ। পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে দ্রুত উদ্যোগ নেন তিনি। দলের এক কর্মীর বাইকের ব্যবস্থা করে প্রিয়াকে বাড়িতে পাঠানো হয় অ্যাডমিট কার্ড আনতে। এরপর অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে যাতে যথাসময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ফিরতে পারে, তারও ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় অবস্থিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভিটে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতার ধর্মতলা পর্যন্ত চালু হল সরকারি বাস পরিষেবা। এই বাস পরিষেবা চালুর ফলে বীরসিংহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: রোজকার মতোই কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না। নারকেল গাছ ঝাড়াই করতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৫৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তির। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম অধীর দাস। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার নিত্যানন্দপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নারকেল ও তালগাছ ঝাড়াই-পরিষ্কারের কাজ করেই সংসার চালাতেন অধীরবাবু। অন্যান্য দিনের মতো সোমবারও গ্রামেরই এক বাসিন্দার বাড়িতে নারকেল গাছ ঝাড়াইয়ের কাজে গিয়েছিলেন তিনি। কাজ করতে গিয়ে নারকেল গাছে ওঠেন অধীরবাবু। সেই সময় কোনওভাবে গাছের একটি পাতা পাশ দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসে। মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। বিদ্যুতের ঝটকায় প্রায় ২০ ফুট উপর থেকে নিচে পড়ে যান অধীর দাস। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। অধীর দাসের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই নেমে আসে শোকের ছায়া। ঘটনার খবর দেওয়া হয় সোনামুখী থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৬-এর অধীনে)
সিমায়া এনসেম্বলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেটডেটরেরনাম	সিমায়া এনসেম্বলস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেটডেটর নিগমিত হওয়ার তারিখ	২৮-০৯-২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর নিগমিত/নিবন্ধিত	আরওসি কলকাতা-১
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U18109WB2010PTC153584
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	২৬এ, পার্ক লেন, ৪র্থ ফ্লোর, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১৮-০৯-২০২৬ (আদেশ প্রাপ্তির তারিখ ২১-০৯-২০২৬)
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৭-০৩-২০২৭
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল-এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPE-0002/IPA1/2022-23/50001 অনুমোদিত অংশীদার -অনিল আগরওয়াল রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514/
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানা ৬৪, মোদী মিলের কাছে, ওখলা ফেজ III, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, নতুন দিল্লি, ১১০০২০ ইমেইল আইডি Info@aaainsolvency.com
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানা মৌসুমী অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ ইমেইল আইডি simaayaensembles.ibc@gmail.com
১১.	দাবি পেশ করার শেষ তারিখ	০২-১০-২০২৬
১২.	ধারা ২১-এর উপ-ধারা (৬এ)-এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণিবিভাগ, যদি থাকে, যা অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল কর্তৃক নিরূপিত হয়েছে	প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ যেখানে উপলব্ধ	ওয়েব লিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/home/downloads প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ গত ১৮.০৯.২০২৬ তারিখে সিমায়া এনসেম্বলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর একটি কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।
সিমায়া এনসেম্বলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা আগামী ০২.১০.২০২৬ তারিখে বা তার আগে এন্ট্রি নং ১০-এ উল্লেখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা সশরীরে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে পারেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
IBBI/IPE-0002/IPA1/2022-23/50001
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
সিমায়া এনসেম্বলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে
এএফএ বৈধতার মেয়াদ ৩১-১২-২০২৬ পর্যন্ত
শ্রী অনিল আগরওয়াল
ডেজিগনেটেড পার্টনার, এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
এএফএ বৈধতার মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৭ পর্যন্ত

তারিখ : ২২-০৯-২০২৬
স্থান : কলকাতা

Canara Bank — দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট ৪ [ধারা ১৩(৪)] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ব্রাঞ্চ : অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট
২১, বেলস্ হাউস, ৫ম ফ্লোর, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা
ফোন : ৯০৫১৮৮২৩৬৪, ইমেল : cb2364@canarabank.com

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী, কানাড়া ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং অ্যাক্ট) (যাকে এরপর থেকে "অ্যাক্ট" বলা হবে)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **০২.০৬.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : **অমল কুমার মন্ডল,** পিতা- তারাপদ মন্ডল, জয়পুর, কাজীপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৬-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৪,৬৭,৯৯২.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শো বিরানব্বই টাকা)** এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা(রা), ডিরেক্টররা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(রা), ডিরেক্টররা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলের রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৯ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(রা) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি(গুলি)-র সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি(গুলি)-র সাথে কোনো লেনদেন হলে তা ০২.০৬.২০২৬ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী কানাড়া ব্যাঙ্কের ২৪,৬৭,৯৯২.০০ টাকার (চব্বিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শো বিরানব্বই টাকা) এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

প্রায় ৭.৪ ডেসিমেল পরিমাপের বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জে.এল নং- ০৬, এসআরও-গোয়াস, প্লট নং - আর. এস. ৩৭৭৪, এল. আর. - ৪০৩২, আর. এস. - ৩৭৭৫, এল. আর. ৪০৩১, খতিয়ান নং - ৮০০৬, মৌজা - ধানিরামপুর, জেলা/ব্লক - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **টাইটেল হোল্ডার- অমল কুমার মন্ডল। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : শ্যামল কুমার মন্ডল, দক্ষিণে : আনন্দ মন্ডল, পূর্বে : অমল কুমার মন্ডল, পশ্চিমে : রাস্তা।

তারিখ : ১৯.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, কানাড়া ব্যাঙ্ক

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিস : টাওয়ার এ, ১১শ ফ্লোর, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই, মহারাষ্ট্র-৪০০০১৩।
শাখার ঠিকানা : ১১শ ফ্লোর, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ফাইভ সল্টলেক, কলকাতা -৭০০০৯১।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সাথে পঠিত রুল ৮(৬) এর অধীনে)

লোন অ্যাকাউন্ট নং TCFLA054000001240878
পুষ্পিতা হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	দখলের ধরন (গঠনমূলক / ফিজিক্যাল)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (টাকা)
[illegible]	ফিজিক্যাল	৩৪,২০,০০০/- টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা)	৩,৪২,০০০/- টাকা (তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা)

[illegible]

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.০৯.২০২৬
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

SBI — আরএসিপিসি বহরমপুর (৬৪২০৯)

১ম ফ্লোর, পঞ্চাননতলা, জাতীয় সড়ক নং ৩৪, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২৪০৭। ই-মেইল: sbi.64209@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা **শ্রী পল্লব মুখার্জি (মৃত), পিতা- মৃত পান্নালাল মুখার্জি, ৩২, রাখাল দাস ব্যানার্জী রোড, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১, এবং তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী শ্রীমতী ঝর্ণা মুখার্জি, মাতা- পল্লব মুখার্জি (মৃত), স্বামী- মৃত পান্নালাল মুখার্জি, ৩২, রাখাল দাস ব্যানার্জী রোড, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১, অ্যাকাউন্ট নং- 41528405651 এবং 43335022276-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ০৩.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী ৪,১৬,৮২৩.০০ টাকা (চার লক্ষ ষোলো হাজার আটশো তেইশ টাকা মাত্র) পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারীরা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারীরা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারীরা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা ০৩.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার **৪,১৬,৮২৩.০০ টাকার (চার লক্ষ ষোলো হাজার আটশো তেইশ টাকা মাত্র) এবং এর উপর ০৬.০৬.২০২৬ তারিখ** থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং খরচ ইত্যাদির চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিকানা: শ্রী পল্লব মুখার্জি (মৃত)।
"রয়্যাল টাওয়ার" -এর ৪র্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং - "৪-বি", (জি+VI) তলা বিশিষ্ট, হোল্ডিং নং- ৩১, রাখাল দাস মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং- ২০, মৌজা - গড় বহরমপুর, জে.এল. নং - ৯১, খতিয়ান নং- এল.আর.-৭০৭০, ৭০৭৩, ৭২৬২, ৭১৭৩, প্লট নং-আর.এস. এবং এল.আর.-২১, ২২, পোঃ এবং থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১-এ অবস্থিত। ফ্ল্যাটের পরিমাপ-১২২৩.০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), কার্পেট এরিয়া -৯৭৮.৩০ বর্গফুট।
সীমানা:- উত্তরে: হরেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ি, দক্ষিণে: অসিত সাহার বাড়ি, পূর্বে: ১০ ফুট চওড়া পিসিসি রাস্তা, পশ্চিমে: অন্যদের বাড়ি।
(বিক্রয় দলিল নং-I-১১৮৩১, সাল - ২০২৪)

তারিখ: ১৭.০৯.২০২৬
স্থান: বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কাঁকুড়গাছি শাখা, কলকাতা - ৭০০০৮৪

পরিশিষ্ট - IV {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

প্রতি,
১. **মেসার্স এন.কে বসু অ্যান্ড কোম্পানি (পার্টনারশিপ ফার্ম-ঋণগ্রহীতা), ঠিকানা: পি ৪৫, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা - ৭০০০৫৫।**
২. **শ্রী নিখিল কুমার বসু (পার্টনার, গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা), পিতা- মৃত দিজাবর বসু, ঠিকানা: পি ৪৫, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা - ৭০০০৫৫।**
৩. **শ্রী বুদ্ধদেব বসু (পার্টনার, গ্যারান্টার) ঠিকানা: পি ৪৫, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা ৭০০০৫৫।**
৪. **শ্রীমতী সুদীপা বসু (পার্টনার, গ্যারান্টার), স্বামী- বুদ্ধদেব বসু, ঠিকানা: পি ৪৫, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা - ৭০০০৫৫।**

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত ১৫.০৭.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং আমাদের কাঁকুরগাছি শাখার ঋণগ্রহীতা **পি ৪৫, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক এ, কলকাতা - ৭০০০৫৫ - এর মেসার্স এন.কে বসু অ্যান্ড কোম্পানি (পার্টনারশিপ ফার্ম-ঋণগ্রহীতা), শ্রী নিখিল কুমার বসু (পার্টনার, গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা), শ্রী বুদ্ধদেব বসু (পার্টনার, গ্যারান্টার) এবং শ্রীমতী সুদীপা বসু (পার্টনার, গ্যারান্টার)** -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৩,৯৪,৫০৭.০০ টাকা (তিয়াত্তর লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো সাত টাকা মাত্র)** পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা ২১.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের **৭৬,২৮,৪৭৫.০০ টাকার (ছিয়াত্তর লক্ষ আঠাশ হাজার চারশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র)** এবং এর উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে। আমরা সারফায়েশি অ্যাক্ট -এর সেকশন ১৩(৮)-এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সিকিউরিটির উপর আপনাদের পুনরুদ্ধারের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

টাইটেল হোল্ডার	জমির এলাকা	দলিলের বিবরণ
শ্রী নিখিল কুমার বসু	প্রায় ০৩ কাঠা ১৪ ছটাক ৮ বর্গফুট পরিমাপের জমির সাথে কাঠামো (জি+৩ ভবন) সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা কৃষ্ণপুর, প্লট নং ৪৫, জে.এল. নং- ১৭, আর.এস. নং - ১৮০, তৌজি নং ২২৮, ২২৯, খতিয়ান নং ৮৫২ এর সাথে ৮৫৩, সি.এস. প্লট বা দাগ নং ১২৭৮ এর অংশ, থানা - লেক টাউন কলকাতা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে:** প্লট নং - ৩৪ দ্বারা, **দক্ষিণে:** ২০' চওড়া রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে:** প্লট নং ৪৪ দ্বারা, **পশ্চিমে:** প্লট নং ৪৬ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ দ্বারা।	১৯৬১ সালের জন্য দলিল নং I-৫৩৬১

তারিখ: ২১.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ("রুলস")-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ("অ্যাক্ট")-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে।

[illegible]

ক্র. নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধির নাম	নীচের তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া পাওনা (টাকায়)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ
১.	0456MMA00008988	মেড পয়েন্ট / মেড পয়েন্ট মেডিকেল / শ্রী রোহিত চক্রবর্তী / শ্রী তারক চক্রবর্তী / শ্রীমতী রিংকু চক্রবর্তী	২৯,৮০,৭৮৩.০০/- টাকা (উনত্রিশ লক্ষ আশি হাজার সাতশো তিরাশি টাকা) ১১/০৯/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	১১.০৯.২০২৬	০৩.০৯.২০২৬

[illegible]

তারিখ : ২২.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

Canara Bank — দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট ৪ [ধারা ১৩(৪)] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ব্রাঞ্চ : অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট
২১, বেলস্ হাউস, ৫ম ফ্লোর, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা
ফোন : ৯০৫১৮৮২৩৬৪, ইমেল : cb2364@canarabank.com

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী, কানাড়া ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং অ্যাক্ট) (যাকে এরপর থেকে "অ্যাক্ট" বলা হবে)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **২০.০৬.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(রা)/আইনি উত্তরাধিকারীদের **সুচন্দ্রা মন্ডল** (সহ-ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত ঋণগ্রহীতা পীযূষ কান্তি ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী), স্বামী- পীযূষ কান্তি ঘোষ, গ্রাম - পালসান্দা মোড়, পোঃ - পালসান্দা, নবগ্রাম এমএসডি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২২৩৮, **প্রিয়াংশু ঘোষ** (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা পীযূষ কান্তি ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী) শ্রীমতী সুচন্দ্রা মন্ডল (মা/অভিভাবক) দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, পিতা- প্রয়াত পীযূষ কান্তি ঘোষ, পালসান্দা মোড়, পালসান্দা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২২৩৮, **রেণুকা ঘোষ** (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা পীযূষ কান্তি ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী), স্বামী- মানিক রতন ঘোষ, হোল্ডিং নং ১৩৫, অমর চক্রবর্তী রোড (ইন্দ্রপ্রস্থ), পোঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৪,৬৮,৯৩৯.১০ টাকা (চুয়ান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শো উনচল্লিশ টাকা এবং দশ পয়সা)** এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা(রা), আইনি উত্তরাধিকারীরা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(রা), আইনি উত্তরাধিকারীরা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলের রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(রা)/আইনি উত্তরাধিকারীরা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা ২০.০৬.২০২৬ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী কানাড়া ব্যাঙ্কের ৫৪,৬৮,৯৩৯.১০ টাকার (চুয়ান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শো উনচল্লিশ টাকা এবং দশ পয়সা) এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির হোল্ডিং নং-১৩৫, অমর চক্রবর্তী রোড (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং-১৭, খাতা নং-৩১৮১, প্লট নং-আরএস ৯৬/২৭২, এলআর ৩০৭, এলাকা ০৩ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি বাড়ি-র অধীনে মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, জে. এল. নং-৯৫ -এ অবস্থিত জমি এবং ভবনের (জি+২) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। টাইটেল হোল্ডারের নাম - **শ্রী পীযূষ কান্তি ঘোষ।**
সীমানা : উত্তরে - রাস্তা, দক্ষিণে - সুজয় রায়ের বাড়ি, পূর্বে - নৃপেন্দ্র নাথ সাহার বাড়ি, পশ্চিমে- নিতাই পদ সাহার বাড়ি।

তারিখ : ২১.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, কানাড়া ব্যাঙ্ক

গোঘাটে তাঁত শিল্পীদের পাশে বিধায়ক প্রশান্ত দিগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পকে আরও শক্তিশালী করতে উদ্যোগ নেওয়া হল গোঘাটে। পুজোর প্রাক্কালে গোঘাটের শ্যামবাজার এলাকায় স্থানীয় তাঁত শিল্পীদের হাতে অত্যাধুনিক তাঁত মেশিন তুলে দেওয়া হল। এদিন গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার মোট ১০ জন তাঁত শিল্পীর হাতে তাঁত মেশিন তুলে দেন। নতুন মেশিন পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি তাঁত শিল্পীরা। তাঁদের আশা, এর ফলে বাড়িতে বসেই আরও বেশি পরিমাণে তাঁতবস্ত্র তৈরি করা সম্ভব হবে এবং পরিবারের আয়ও বাড়বে। তাঁত শিল্প বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িয়ে রয়েছে। সময়ের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বহু ছোট তাঁত শিল্পী নানা সমস্যার মুখে পড়েছেন। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ এবং আধুনিক যন্ত্রের অভাবের

মতো একাধিক সমস্যার কারণে অনেকেই এই পেশা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। সেই পরিস্থিতিতে তাঁত শিল্পীদের হাতে আধুনিক তাঁত মেশিন তুলে দেওয়ার এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন স্থানীয়রা। এই বিষয়ে বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বলেন, 'বাংলার তাঁতশিল্প আমাদের গর্ব এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। এই শিল্পের সঙ্গে বহু পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে। তাঁত শিল্পীরা যাতে নিজেদের বাড়িতে থেকেই কাজ করে স্বনির্ভর হতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই তাঁদের হাতে আধুনিক তাঁত মেশিন তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন বাড়বে, কাজের সুযোগ তৈরি হবে এবং তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলিও উপকৃত হবে। আগামী দিনে এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা থাকবে।' পুজোর আগে নতুন তাঁত মেশিন হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় তাঁত শিল্পীরাও। এক তাঁত শিল্পী বলেন, 'তাঁত আমাদের বংশের পেশা। কিন্তু পুরনো মেশিনে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় বেশি পরিশ্রম করতে হয় এবং উৎপাদনও কম হয়। নতুন মেশিন পাওয়ায় আমাদের কাজ অনেকটাই সহজ হবে বলে আশা করছি। বেশি কাপড় তৈরি করতে পারলে আয়ও বাড়বে। পুজোর আগে এই মেশিন হাতে পেয়ে আমরা খুবই খুশি।'

মানকরে হাসপাতালে তাণ্ডব-কাণ্ড ধৃত ৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে তাণ্ডব ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় অবশেষে পুলিশি পদক্ষেপ। গত শুক্রবার রাতে বুদবুদের মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে ভাঙচুর এবং চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মারধরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেফতার করল বুদবুদ থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম ভরত আকুরে, সুমন বাউরি, দীপক বাউরি, অমিত বাউরি, রাহুল বাউরি এবং শংকর আকুরে। তারা সকলেই বুদবুদের মানকরের বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর আক্রমণ এবং সরকারি কাজে বাধা দান-সহ একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার রাতে। বুদবুদের মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে মানকরের বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সী বুধন বাউরিকে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসার গাফিলতিতে তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালে চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, আচমকাই সেই বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নেয়। হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। তাণ্ডব চলাকালীন বাদ পড়েননি কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও। তাদের ওপর শারীরিক হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়েই বুদবুদ থানার পুলিশ দ্রুত পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতালের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর তদন্তে নামে বুদবুদ থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতের সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই ছয়জনকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়।

উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু, চন্দ্রকোনা জিরাট হাই স্কুলে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বিধায়ক সুকান্ত দোলুইয়ের।

চিকিৎসায় 'গাফিলতি', প্রসূতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: এক প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা চালানো হাওড়ার বাগনানের মানকুর মোড় এলাকায়। মৃতের নাম অনন্যা মণ্ডল। আর এই মৃত্যুতে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতি অভিযোগ তুলে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় রোগীর আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকার বেশ কিছু মানুষ। পরে ঘটনাস্থলে বাগনান থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। জানা গিয়েছে, মৃত অনন্যা শনিবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হন এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার তিয়াসা মণ্ডলের অধীনে ভর্তি ছিলেন। রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। অভিযোগ এর পর থেকেই অনন্যা অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং সেই সময় কোন চিকিৎসক এবং নার্স এমনই অভিযোগ অন্যান্য রোগীর আত্মীয়দের। এছাড়া আরও অভিযোগ উঠছে ওই হাসপাতালে নার্স দিয়ে ভুল পদ্ধতিতে প্রসব করানোর ফলে ওই তরুণীর। এছাড়া সংকটজনক অবস্থায় সদ্যজাতকের কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে মৃতের পরিবারের সূত্রে।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর আর. এন. ঠাকুর শাখা
আর. এন. ঠাকুর কৃষ্ণনগর রোড, কৃষ্ণনগর
জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২ ৪২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬)-এর শর্ত দেখুন]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর শর্তের সাথে পঠিত স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল সুরক্ষিত পাওনাদার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আর. এন. টেগোরা রোড শাখার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আর. এন. টেগোর রোড শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার)** বকেয়া **মেসার্স বেডলন, প্রোপ্রাইটর মিঠু রায়,** নগেন্দ্র নগর ৪র্থ লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১০১-এর কাছ থেকে **২১.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩৪,৫৪,৭৫০.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা)** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ/চার্জ এবং ব্যয়ের আদায়ের জন্য **২৮.১০.২০২৬ তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যাই থাক না কেন''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো :

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স বেডলন, প্রোপ্রাইটর : মিঠু রায়** নগেন্দ্র নগর ৪র্থ লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১০১। **২. শ্রীমতী মিঠু রায় (প্রোপ্রাইটর এবং বন্ধকদাতা),** স্বামী- শ্রী রানা রায় নগেন্দ্র নগর ৪র্থ লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া,পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১০১। **৩. শ্রী রানা রায় (গ্যারান্টার),** পিতা- শ্রী মতিলাল রায় নগেন্দ্র নগর ৪র্থ লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১০১। **খ) কৃষ্ণনগর আর. এন. টেগোর রোড শাখা**	প্লট নং এসত৫৫, আরএস ২৬১/২৩৩১১, এলআর ৫০৮, খতিয়ান নং এস-৮০, এলআর-৩৫২৯, আরএস-৬৮২৪ তারপর ৪৫৪৮৪, বর্তমান এলআর-৪৮০১২, জে.এল. নং ৯২, মৌজা - কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, জমির প্রকৃতি ''বাড়ি'', ২৬.১০.২০১৭ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I-7669 এবং ০৭.০৪.২০১৭ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I-2596 অনুযায়ী ওয়ার্ড নং ২৪, এম. জি. রোড, নগেন্দ্রনগর, ৪র্থ লেন, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ১০১-এ অবস্থিত ২.৭৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং এর উপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : জোসেফ রোজারিও-র সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে : এম. জি. রোড, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ।	**২১.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩৪,৫৪, ৭৫০.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা) এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ / চার্জ এবং ব্যয়।	**ক) ২৬,০৬,০০০.০০ টাকা (*)** (ছাব্বিশ লক্ষ ছয় হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৬০,৬০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ ষাট হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30239345667** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় তারিখ - ২৮.১০.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত।
ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণ করার জন্য বিডারদের আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** -এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) ভিজিট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-এ কল করুন, ইমেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রেজিস্ট্রেশনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

ওয়েবসাইটে https://baanknet.com-এ সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(দের)/বন্ধকদাতা(দের)/গ্যারান্টার(দের)-এর জন্য একটি নোটিশও বটে

তারিখ : ২১.০৯.২০২৬
স্থান : কৃষ্ণনগর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৮(৬)-এর শর্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬)-এর শর্তের** সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত সম্পদ, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নীচে উল্লেখিত বকেয়া আদায়ের জন্য **০৯.১০.২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্র. নং	শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) খ. ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ধাত্রীগ্রাম শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **মধুসূদন দাস** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **মধুসূদন দাস** পিতা- ভক্ত দাস সিমলন, ধাত্রীগ্রাম, কালনা, বর্ধমান	**শ্রী মধুসূদন দাসের নামে** থাকা সম্পত্তি, যা গ্রাম ও পোঃ- সিমলন, প্লট নং- ১২২২, এল.আর খতিয়ান নং- ১৮৭১, জে.এল. নং- ৫৭, থানা- কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান-এ অবস্থিত জমি এবং আবাসিক ভবন। **সীমানা:** পূর্বে- সুকুমার দাসের বাড়ি, পশ্চিমে- ডোবা, উত্তরে- গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণে- দুর্গাপদ সাঁতরার বাড়ি।	**ক. ২১.১৭ লক্ষ টাকা + ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ।** **খ. ০৭.০৪.২০২১** **গ. ১১.০৯.২০২১**	**১. ২০,৬২,০০০.০০ টাকা** **২. ২,০৬,২০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী:

i) নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **https://BAANKNET.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে **"অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে।
ii) সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ এবং সময় **০৯.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত,** এরপর প্রতিটিতে ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথমে ১৮০ মিনিটের জন্য চলবে এবং যদি শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বৈধ বিড পাওয়া যায়, তবে নিলামটি আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্য থেকে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পক্ষগুলি **০৮.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)** সাইটে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।
iii) ইচ্ছুক বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাঁদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের মোড এবং অনুসরণ করা অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি খুঁজে পেতে পারেন। ইচ্ছুক বিডাররা যেকোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) বা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
iv) উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদগুলি "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "বিনা শর্তে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক বিডারদের তাঁদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পত্তির টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া পাওনা সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
v) উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের সেরা তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
vi) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালে দেওয়া ওয়ালেটে উপরে বর্ণিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
vii) ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের অনেক আগে উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং **০৯.১০.২০২৬** তারিখের মধ্যে বা তার আগে বৈধ বিড জমা দিতে হবে।
viii) সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রদান করা ইএমডি সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে, এটি করতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি আইনত বিড করার যোগ্য হন।
ix) বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার **১৫ তম দিনের** (ব্যাঙ্কিং সময়কালে) বা তার আগে বা অনুমোদিত অফিসারের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার দ্বারা অর্থ প্রদানে খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রে বিডারের দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার / ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবেন।
x) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নামে বা বিডারের অনুরোধে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
xi) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করার এবং তাঁর নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মকুব করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
xii) সফল বিডার/ক্রেতাকে কনভেন্স ডিড, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ কর (৫০ লক্ষ টাকা এবং তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য সেকশন ১৯৪ আইএ অনুযায়ী) যদি থাকে, তার জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
xiii) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)-এর অধীনে লোনের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের পনেরো (১৫) দিনের নোটিশও বটে।

তারিখ: ২১.০৯.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬)-এর শর্ত দেখুন]
অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬)-এর শর্তের** সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পদ, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নীচে উল্লেখিত বকেয়া আদায়ের জন্য **২৭.১০.২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্র. নং	শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) খ. ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মিথানী শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **মুন্সি সোরেন এবং অমিতা সোরেন** ঋণগ্রহীতার নাম:- **মুন্সি সোরেন এবং অমিতা সোরেন** বাসুদেবপুর, জেমারি, চিত্তরঞ্জন, পশ্চিম বর্ধমান	**শ্রীমতী অমিতা সোরেনের নামে** থাকা সম্পত্তি। সম্পত্তিটি আল্লাদি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মৌজা - মুচিডি, জে.এল. নং-১৪, এল.আর. প্লট নং-৫৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৬৭, মুচিডি, পোঃ- বাসুদেবপুর, থানা- সালানপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩৩৫-এ অবস্থিত। সম্পত্তিটিতে ৭ ডেসিমেল জমির সাথে ২৫৫৮ বর্গফুট (গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ফার্স্ট ফ্লোর- ১২৭৯ বর্গফুট) আয়তনের ভবন রয়েছে। **সীমানা:** পূর্বে - সুকু সোরেনের সম্পত্তি, পশ্চিমে- লাধু সোরেনের সম্পত্তি, উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে- প্লট নং-৫৩২ এর অংশ।	**ক. ৪২.৮৪ লক্ষ টাকা + ইউসিআই বকেয়া এবং অন্যান্য চার্জ।** **খ. ১৭.০৯.২০২৫** **গ. ১০.১২.২০২৫**	**১. ২৮,৬১,০০০.০০ টাকা** **২. ২,৮৬,১০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
২.	**বাঁকুড়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **সুমিত মণ্ডল এবং সীমা মণ্ডল** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **সুমিত মণ্ডল এবং সীমা মণ্ডল** সিরসারা, উপরবাঁদা, বাঁকুড়া	সম্পত্তিটি নড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, প্লট নং/ সার্ভে নং- ৫৯৪, জে.এল. নং- ২৯১, মৌজা- উপরবাঁদা, থানা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৫৫ -এ অবস্থিত। জমির আয়তন ৩.০০ ডেসিমেলের বেশি। সম্পত্তিটি **শ্রী সুমিত মণ্ডলের নামে** রয়েছে। **সীমানা:** পূর্বে ৮ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে - সাধন মিশ্রের খালি জমি দ্বারা, উত্তরে- অরুণ মণ্ডলের খালি জমি দ্বারা, দক্ষিণে- অরুণ মণ্ডলের বাড়ি দ্বারা।	**ক. ২৩.৯১ লক্ষ টাকা + ইউসিআই বকেয়া এবং অন্যান্য চার্জ।** **খ. ২৪.০১.২০২৪** **গ. ২০.০৮.২০২৪**	**১. ১৩,৩৫,০০০.০০ টাকা** **২. ১,৩৩,৫০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
৩.	**রাজবাঁধ শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রী নবারুণ সিংহ এবং শ্রীমতী মৌ সিংহ** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **শ্রী নবারুণ সিংহ এবং শ্রীমতী মৌ সিংহ** ১২/১৬ সপ্তর্ষি পার্ক, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান	**গাড়ির ধরন** - মোটর কার **চ্যাসিস নং-** MAT867007PPNK3328 **ইঞ্জিন নং-** REVTRN16KWXML6525 **মডেল** - PUNCH Accomplished Dzle S CNG **রেজিস্ট্রেশন নং-** WB40AX8619	**ক. ৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ।**	**১) ৩,৫০,০০০.০০ টাকা** **২) ৩৫,০০০.০০ টাকা** **৩) ১০,০০০.০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী:

i) নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **https://BAANKNET.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে **"অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে।
ii) সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ এবং সময় **২৭.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত,** এরপর প্রতিটিতে ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথমে ১৮০ মিনিটের জন্য চলবে এবং যদি শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বৈধ বিড পাওয়া যায়, তবে নিলামটি আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্য থেকে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পক্ষগুলি **২৬.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)** সাইটে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।
iii) ইচ্ছুক বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাঁদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের মোড এবং অনুসরণ করা অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি খুঁজে পেতে পারেন। ইচ্ছুক বিডাররা যেকোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) বা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
iv) উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদগুলি "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "বিনা শর্তে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক বিডারদের তাঁদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পত্তির টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া পাওনা সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
v) উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের সেরা তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
vi) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালে দেওয়া ওয়ালেটে উপরে বর্ণিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
vii) ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের অনেক আগে উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং **২৭.১০.২০২৬** তারিখের মধ্যে বা তার আগে বৈধ বিড জমা দিতে হবে।
viii) সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রদান করা ইএমডি সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে, এটি করতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি আইনত বিড করার যোগ্য হন।
ix) বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার **১৫ তম দিনের** (ব্যাঙ্কিং সময়কালে) বা তার আগে বা অনুমোদিত অফিসারের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার দ্বারা অর্থ প্রদানে খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রে বিডারের দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার / ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবেন।
x) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নামে বা বিডারের অনুরোধে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
xi) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করার এবং তাঁর নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মকুব করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
xii) সফল বিডার/ক্রেতাকে কনভেন্স ডিড, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ কর (৫০ লক্ষ টাকা এবং তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য সেকশন ১৯৪ আইএ অনুযায়ী) যদি থাকে, তার জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
xiii) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)-এর অধীনে লোনের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের ত্রিশ (৩০) দিনের নোটিশও বটে।

তারিখ: ২১.০৯.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেইল sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম নীলাভ দাস, ই-মেইল আইডি sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৫২৭৭৪ (ক্র. নং ১ থেকে ৪)

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেইল আইডি sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯০৫১১০৮৭৪৫ (ক্র. নং ৫)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর শর্তের অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ, যার **ফিজিক্যাল দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যাই থাক না কেন''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় তারিখ ১৫.১০.২০২৬
নিলামের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টারদের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা** **প্রয়াত বাসুদেব দাস** **তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী/ গ্যারান্টারের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে** **ক) শ্রীমতী কল্পনা দাস** (মৃত বাসুদেব দাসের স্ত্রী ও আইনি উত্তরাধিকারী এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টার), **খ) শ্রী আশিস দাস** (মৃত বাসুদেব দাসের ছেলে ও আইনি উত্তরাধিকারী), **গ) শ্রী দেবাশিস দাস** (মৃত বাসুদেব দাসের ছেলে ও আইনি উত্তরাধিকারী), ঘ) শ্রীমতী অনিমা দাস (তপন দাসের স্ত্রী, মৃত বাসুদেব দাসের মেয়ে ও আইনি উত্তরাধিকারী)	১. প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে ১৯৯৬ সালের জন্য I-2578 নম্বর দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- কাকদ্বীপ, খতিয়ান নং- ৫০১, আর.এস. দাগ নং- ৭৩৭/৮৯৪, সাবেক দাগ নং- ৪৩১ এবং ৪৩৩, তৌজি নং- ২৭৩২, জে.এল. নং- ৩৯, মৌজা কাকদ্বীপ-এ অবস্থিত প্রায় ৭ ডেসিমেল পরিমাপের পাকা কাঠামো সহ বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২. প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে ১৯৯৩ সালের জন্য I-120 নম্বর দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- কাকদ্বীপ, খতিয়ান নং- ৫১৬, হাল দাগ নং- ৭৩৭, সাবেক দাগ নং- ৫১৭, তৌজি নং- ২৭৩২, জে.এল. নং- ৩৯, মৌজা - কাকদ্বীপ-এ অবস্থিত প্রায় ৫.৫ ডেসিমেল পরিমাপের পাকা কাঠামো সহ বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ৩. প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে ১৯৯৩ সালের জন্য I-122 নম্বর দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- কাকদ্বীপ, খতিয়ান নং- ৫১৬, হাল দাগ নং- ৭৩৭, সাবেক দাগ নং- ৫১৭, তৌজি নং- ২৭৩২, জে.এল. নং- ৩৯, মৌজা - কাকদ্বীপ-এ অবস্থিত প্রায় ৬ ডেসিমেল পরিমাপের পাকা কাঠামো সহ বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ৪. প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে ১৯৯৩ সালের জন্য I-121 নম্বর দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- কাকদ্বীপ, খতিয়ান নং- ৫১৬, হাল দাগ নং- ৭৩৭, সাবেক দাগ নং- ৫১৭, তৌজি নং- ২৭৩২, জে.এল. নং- ৩৯, মৌজা - কাকদ্বীপ-এ অবস্থিত প্রায় ৫.৫ ডেসিমেল পরিমাপের পাকা কাঠামো সহ বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের ফিজিক্যাল দখলের অধীনে রয়েছে**	**১৬.০৭.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা** (এক কোটি ছয় লক্ষ বাইশ হাজার একশো ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র) এবং এর উপর ১৭.০৭.২০২৪ তারিখ থেকে বকেয়া থাকা অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৪০,১৩,০০০.০০ টাকা খ) ৪,০১,৩০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৮৭৪৪৫২৭৭৪ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পরিদর্শনের তারিখ ০৬.১০.২০২৬ এবং ০৮.১০.২০২৬ পরিদর্শনের সময় সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
২.	**ঋণগ্রহীতা(রা)** **শ্রীমতী কল্পনা দাস** স্বামী মৃত-বাসুদেব দাস **শ্রী আশিস দাস** (মৃত বাসুদেব দাসের ছেলে, বন্ধকদাতা এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টার) আশিস দাসের নামে	০৮.০১.১৯৯৩ তারিখে ১৯৯৩ সালের দলিল নং- আই-১২৫-এর মাধ্যমে এসআরও কাকদ্বীপ-এ নিবন্ধিত (বুক নং- ১, ভলিউম নং- ২, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৪), জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), হাল দাগ নং- ৭৩০/৮৯৪, সাবেক দাগ নং- ৪৩৩/৪৩১, এল.আর খতিয়ান-৩৫৭৮, আর.এস. খতিয়ান নং- ৫০১, সাবেক খতিয়ান নং- ২, জে.এল. নং- ৩৯, মৌজা - কাকদ্বীপ, তৌজি নং- ২৭৩২-এ ০৮ শতক এলাকা পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল **আশিস দাস** এর নামে। **সম্পত্তি ফিজিক্যাল দখলের অধীনে রয়েছে**	**১৬.০৭.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৭৬,৯৬,৭৮৯.০০ টাকা** (ছিয়াত্তর লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো উননব্বই টাকা), এর সাথে ১৭.০৭.২০২৪ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ।	ক) ১২,৩৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৩,৩০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৮৭৪৪৫২৭৭৪ ৭০১৯২২৩৬৯৬
			পরিদর্শনের তারিখ ০৬.১০.২০২৬ এবং ০৮.১০.২০২৬ পরিদর্শনের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৩.০০ টা পর্যন্ত।	
দ্রষ্টব্য : ১ সম্পত্তি ক্র. নং ১ এবং ২ একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত, তাই সম্পত্তি বিডারদের ১ এবং ২ এর জন্য যৌথভাবে বিড করতে হবে। পৃথক সম্পত্তির জন্য বিড গ্রহণ করা হবে না।				
৩.	**ঋণগ্রহীতা(রা)** **শ্রী সুমিত কুমার বোস** পিতা সুনীল কুমার বোস **এবং** **শ্রীমতী রাখি কুণ্ডু** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস	পশ্চিমবঙ্গের এডিএসআর, হাওড়ায় নিবন্ধিত **২০১০ সালের জন্য দলিল নং ০৩৭৪৭** (বুক-১, সিডি ভলিউম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩)-এর মাধ্যমে **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতী রাখি কুণ্ডুর নামে থাকা,** ওয়ার্ড নং ১২, জেলা-হাওড়া-৭১১২০২, থানা- বালি, পোঃ- বেলুড় মঠ, লালা বাবু শায়ার রোড, বালি মিউনিসিপ্যালিটি প্রেমিসেস নং ৮০-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত জমি এবং ভবনের নীচে জমির আনুপাতিক অবিভাজ্য অবিভক্ত অংশ সহ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ পরিমাপ প্রায় ৭৫০ বর্গফুট, উপরে লেখা প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির চিহ্নিত অংশ বা অংশের উপর নির্মিত, যা ২ (দুটি) বেডরুম, ১ (একটি) রান্নাঘর, ২ (দুটি) টয়লেট, ১ (একটি) হল এবং ১ (একটি) ব্যালকনি নিয়ে গঠিত, ''কেশব ধাম কমপ্লেক্স''নামক আবাসিক কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত ভবনের ব্লক-II-এর উত্তর-পূর্ব কোণে, ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ''৩০৩''-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তি ফিজিক্যাল দখলের অধীনে রয়েছে**	**২৬.১০.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ১৯, ০৩, ৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ তিন হাজার আটশো আশি টাকা),** এর সাথে ২৭.১০.২০২৩ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ।	ক) ১৭,১৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৮৭৪৪৫২৭৭৪ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পরিদর্শনের তারিখ ০৬.১০.২০২৬ এবং ০৮.১০.২০২৬ পরিদর্শনের সময় সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
৪.	**ঋণগ্রহীতা** **শ্রী অরিজিৎ মিত্র** পিতা শ্রী গৌর মিত্র	শ্রী অরিজিৎ মিত্র, পিতা শ্রী গৌর মিত্রের নামে ২০২৩ সালের কনভেন্স দলিল নং **আই-১৬০৪০৫৪৮০**-এ বর্ণিত পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুর জেলা ও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসের এখতিয়ারের মধ্যে এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, থানা বাঁশদ্রোণী, পোঃ বাঁশদ্রোণী, প্রেমিসেস নং ৩৭, নন্দী পাড়া-তে অবস্থিত উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য দায়ী জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ বা স্বার্থ সহ, যা দুটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউ.সি এবং একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত, কমবেশি ১২০ বর্গফুট পরিমাপের ১টি কার পার্কিং স্পেস নং ১ এবং কমবেশি ৮৫৭ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের (G+III) তলা আবাসিক ভবনের ১ম ফ্লোরে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তি ফিজিক্যাল দখলের অধীনে রয়েছে**	**০৭.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৩২,৪৪, ০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা)** (জমে থাকা অনাদায়ী সুদ এবং জমে থাকা চার্জ সহ) এবং এর উপর ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৬,২২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬২,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৮৭৪৪৫২৭৭৪ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পরিদর্শনের তারিখ ০৬.১০.২০২৬ এবং ০৮.১০.২০২৬ পরিদর্শনের সময় সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
৫.	**শ্রীমতী রিয়া ঘোষ** **এবং** **শ্রী এস এস রামাসুব্রহ্মণ্যন** **ঠিকানা** ফ্ল্যাট নং ৭০৩, টাওয়ার সি-৬, ৮ম তল, 'ইডেন সিটি' মহেশতলা, হোল্ডিং নং- B-190/A/1, নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, ওয়ার্ড নং-৩১, কলকাতা-৭০০১৩৭। **অন্যান্য ঠিকানা** শিববাটি, ডঃ এস পি ঘোষ রোড, বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলি। পিন-৭১২১৩৬	(১) শ্রী এস.এস. রামাসুব্রহ্মণ্যন এবং (২) শ্রীমতী রিয়া ঘোষের নামে ২০১৮ সালের কনভেন্স দলিল নং ১-২৩৬৮-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার এডিএসআর বেহালা-তে বুক নং I, ভলিউম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৭৭৪৩ থেকে ৭৭৭৮৯-এ **২০১৮ সালের জন্য নং ১৬০৭০২৩৬৮** হিসেবে রেকর্ড করা সম্পত্তি, যা আবাসিক কমপ্লেক্সের এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধার আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা স্বার্থের সাথে টাওয়ারের আশেপাশে এবং সাধারণ এলাকার আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা স্বার্থ এবং উক্ত টাওয়ারের নীচের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা স্বার্থ সহ মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে কলকাতা-৭০০১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা সারেঙ্গাবাদ, থানা- মহেশতলা, পোঃ- সারেঙ্গাবাদ, নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১ -এ ইডেন সিটি মহেশতলায় কমবেশি ১২৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের, টাওয়ার সি-৬ -এর ৭ম ফ্লোরে লিফট সুবিধা সহ টাইলস ফ্লোরিং-এর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৭০৩-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের ফিজিক্যাল দখলের অধীনে রয়েছে**	**২৮.০২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশো ছয় টাকা)** (জমে থাকা অনাদায়ী সুদ এবং জমে থাকা চার্জ সহ) এবং এর উপর ০১.০৩.২০২৩ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৪,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৯,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯০৭৩৫৮৬২৯৪
			পরিদর্শনের তারিখ : ০৬.১০.২০২৬ এবং ০৮.১০.২০২৬ পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্কটি দেখুন **https//BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের অনেক আগে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডে পরিচালিত তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর ইএমডি পরিমাণ ট্রান্সফার করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা যোগাযোগ নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।

ইচ্ছুক বিডারদের নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ :২২.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটি প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রামমন্দিরের প্রণামী চুরির ঘটনায় সকলেই চিহ্নিত

চার্জশিট জমা শীঘ্রই, সুপ্রিম কোর্টে বলল সিট

লখনউ, ২১ সেপ্টেম্বর: রাম মন্দিরের প্রণামী চুরি সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। রাম মন্দির থেকে ১০৫ বার প্রণামী চুরি হতে দেখা গিয়েছে সিসি ক্যামেরায়। প্রণামী চুরির ঘটনায় যাঁরা জড়িত, সকলকেই ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানাল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। শীঘ্রই এই মামলায় চার্জশিট জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।

প্রধান বিচারপতির এজলাসে এ দিন সিটের একটি তদন্ত রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন সলিসিটর জেনারেল। 'এনডিটিভি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিটের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে; অযোধ্যার রামমন্দিরের সিসি ক্যামেরায় ১০৫ বার প্রণামী চুরির ঘটনা ধরা পড়েছে। তদন্তে এ পর্যন্ত কী কী বিষয় উঠে এসেছে, প্রণামী চুরির বিষয়ে কী কী তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, তা-ও জানানো হয় আদালতকে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এবং অন্য তথ্যপ্রমাণ কী ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, সে বিষয়েও স্টেটাস রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

এ দিন প্রধান বিচারপতির এজলাসে মেহতা বলেন, তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রামমন্দিরের প্রণামী চুরির কাণ্ডে চার্জশিট জমা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। সলিসিটর জেনারেল বলেন, 'প্রথম গ্রেপ্তারির দিন থেকে ৯০ দিনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৫ সেপ্টেম্বর। তার মধ্যে চার্জশিট জমা না-হলে অভিযুক্তেরা জামিন পেয়ে যেতে পারেন। আমরা দু'দিনের মধ্যে (চার্জশিট) জমা করে দেব।'

গত ৭ জুন প্রথম রামমন্দিরের প্রণামী চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ জানান, এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হবে। গঠন করা হয় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। বিতর্কের মাঝে রামমন্দির পরিচালন সমিতি 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রে ট্রাস্টে' বেশ কিছু বদল করা হয়। সম্প্রতি রামমন্দিরের ট্রাস্টে প্রথম বারের মতো সিইও নিয়োগও করা হয়েছে।

পোখরানে পরীক্ষায় সফল দেশীয় 'কাল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোখরান, ২১ সেপ্টেম্বর: দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ফের বড় সাফল্য। রাজস্থানের পোখরানে সফলভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ওয়ান-ওয়ে অ্যাটাক ড্রোন 'কাল'-এর। দূরপাল্লার এই ড্রোনের সফল পরীক্ষা দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার এক অনন্য উদাহরণ। শত্রুর ঘুম ছোটাতে শীঘ্রই সেনার অস্ত্রভাণ্ডারে যুক্ত হবে এই অত্যাধুনিক স্বদেশী ড্রোন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হোক বা ইরান-আমেরিকা। সাম্প্রতিক সময়ে যুদ্ধে ড্রোনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছে। ইরানের শাহেদ ও রাশিয়ার গেরান সিরিজের ড্রোনের দাপট ইতিমধ্যেই দেখেছে বিশ্ব। এই সিরিজেরই অত্যাধুনিক ড্রোন কাল। এর দীর্ঘ রেঞ্জ, স্বয়ংক্রিয় উড়ান ও পেলোড বহনের ক্ষমতা চমকে দেওয়ার মতো। সবচেয়ে বড় বিষয় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ড্রোন যে কোনও যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারতের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতার পথে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে উল্লেখ করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

কাল-এর রেঞ্জ প্রায় ১০০০ কিলোমিটার। শরীরে ৫০ কেজি পর্যন্ত পেলোড বহন করে একটানা ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত না থেমে আকাশে উড়তে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ মিটার উপর থেকে উড়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালাতে পারে এই মারণাস্ত্র। ড্রোনটিতে মাল্টি-ব্যান্ড জিএনএসএস এবং ইনর্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম। সেনার তরফে জানা যাচ্ছে, কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর জন্য তৈরি হয়েছে এই ড্রোন। শত্রু দেশের পরিকাঠামো, র‍্যাডার, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে এটি তৈরি করা হয়েছে।

কেরলে প্রকৃতির রোষে মৃত অন্তত ৫, নিখোঁজ বহু

তিরুঅনন্তপুরম, ২১ সেপ্টেম্বর: একদিকে হড়পা বান অন্যদিকে ভূমিধস। দু'য়ে মিলে কেরলে ভয়ংকর বিপর্যয়। ঘটনায় অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ আরও দু'জন। রবিবার এই দুর্ঘটনা ঘটে কেরলমের কোট্টাকাম্বুর এবং নীলাম্বুরে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধারকাজে নেমেছে প্রশাসন। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে কেরলমে। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তৎপর হয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সতীশন। দুই জেলার জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্ধারকাজের প্রতি মুহূর্তের খোঁজ খবর নিয়েছেন তিনি। বিপজ্জনক অঞ্চল থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে মালাপ্পুরমের কোট্টাপুঝা নদীতে হঠাৎ হড়পা বান আসে। এখানে উলারভাট্টম ক্যানাল থেকে টিকে কলোনি পর্যন্ত নদী তীরবর্তী অঞ্চল পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার উপর রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় এখানে বহু মানুষের ভিড় জমেছিল। হঠাৎ করে নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ৯ জন ভেসে যান। হড়পা বানের সময় নদীতে আটকে পড়েছিলেন প্রায় ২৭জন। স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারীদের সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। পরে নদী থেকে উদ্ধার হয় ২ জনের দেহ। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় তখন তেমন বৃষ্টি হয়নি। তবে উজানের জঙ্গলে প্রবল বৃষ্টির জেরে নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যায়। অন্যদিকে, কেরলের ইডুক্কি জেলার কোট্টাকাম্বুরে প্রবল বৃষ্টির জেরে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

বিকেল নাগাদ নিজের রসুনের ক্ষেতে কাজ করছিলেন বালাকৃষ্ণন ও চিন্না নামের দুই ব্যক্তি। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে একটি টিনের শেডে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। হঠাৎ সেখানে ধস নামে। মৃত্যু হয় ২ জনের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন।

ময়দান

শিলিগুড়িতে শুরু এসএসবির তিন দিনের মহিলা ও পুরুষ দলের আন্তঃ-ফ্রন্টিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬

সোমা মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ির সশস্ত্র সীমা বলের ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরে 'আন্তঃ-ফ্রন্টিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬'-এর সূচনা হয় সোমবার।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক তথা পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত বাইচুং ভুটিয়া।

একটি জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সশস্ত্র সীমা বল এর বিভিন্ন ফ্রন্টিয়ার থেকে আগত ফুটবল দলগুলি অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। পাঁচ দিনব্যাপী এই চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ১০টি দল (৮টি পুরুষ ও ২টি মহিলা দল) অংশ নিয়েছে , যেখানে ক্রীড়ানৈপুণ্য, দলীয় সংহতি এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যের এক অনন্য মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। বিশিষ্ট অতিথি, আধিকারিক, খেলোয়াড় এবং এসএসবি পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলি একটি চিত্তাকর্ষক মার্চ-ফাস্ট প্রদর্শন করে এবং প্রধান অতিথিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। এই অনুষ্ঠানটি এসএসবি-র নিজস্ব শৃঙ্খলাবোধ, গর্ব এবং ক্রীড়াসুলভ মনোভাবের প্রতিফলন ঘটায়।

নিজের বক্তব্যে শ্রী বাইচুং ভুটিয়া অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংকল্প, আত্মবিশ্বাস ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাব নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। এছাড়া, ফুটবলের প্রসার এবং কর্মীদের ক্রীড়ানৈপুণ্য ও সম্ভাবনা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে 'সশস্ত্র সীমা বল' এর প্রচেষ্টারও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানটিতে প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা যোগ করতে এস এস বির ব্যান্ড দল দেশাত্মবোধক সুরের মূর্ছনায় এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে উৎসাহ, গর্ব ও দেশপ্রেমের আবহ তৈরি করে। পাশাপাশি, ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-এর বার্তা তুলে ধরে বিভিন্ন বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত প্রশিক্ষিত 'ক্যানাইন স্কোয়াড' এর এক রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক 'ডগ শো'। শৃঙ্খলা, আনুগত্য, সাহস ও নিষ্ঠার অনন্য নিদর্শন হিসেবে প্রশিক্ষিত কুকুরগুলো তাদের প্রশিক্ষকদের সঙ্গে চমৎকার সমন্বয় বজায় রেখে একের পর এক দক্ষতাপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কসরত প্রদর্শন করে।

পশ্চিমবঙ্গের রানিডাঙ্গায় ২১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী 'আন্তঃ-ফ্রন্টিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুরুষদের ৮টি এবং মহিলাদের ২টি দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই চ্যাম্পিয়নশিপে ফুটবল-প্রতিভা, সংকল্প, দলীয় সমন্বয় এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের এক রোমাঞ্চকর প্রদর্শনী দেখার সুযোগ মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এএফসি অভিযানের আগে ইস্টবেঙ্গলে জাপানি বোমারু, লাল-হলুদে তানাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলে এলেন জাপানের অভিজ্ঞ ফুটবলার হিতোমি তানাকা। এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের আগে রক্ষণভাগ আরও শক্ত করতেই এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন লাল-হলুদ শিবিরের। ভারতীয় মহিলা ফুটবলে এই সইয়ের সঙ্গে তৈরি হল নতুন ইতিহাসও। তানাকাই প্রথম জাপানি মহিলা ফুটবলার, যিনি কোনও ভারতীয় ক্লাবের হয়ে খেলতে চলেছেন। এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ বি-তে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। কলকাতায় ১ থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে হবে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ। প্রতিপক্ষ ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি, দক্ষিণ কোরিয়ার হোয়াচন কেএসপিও এবং উত্তর কোরিয়ার ৪.২৫ এসসি। এমন গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে নামার আগে তানাকার অভিজ্ঞতাকে বড় সম্পদ হিসেবেই দেখছে ইস্টবেঙ্গল। জাপানের ইয়োকোহামায় জন্ম তানাকার প্রধান পজিশন রক্ষণভাগ। তবে মাঝমাঠেও খেলতে পারেন তিনি। ইউরোপের ফুটবলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। নেদারল্যান্ডসের হেরা ইউনাইটেডের হয়ে খেলার আগে স্পেনের বিভিন্ন ক্লাবে ৬ বছর কাটিয়েছেন তানাকা। সিডি আলবা, কর্দোবা, সিডি সান্তা তেরেসা, কাসেরেনিও, এসই এইএম এবং স্পোর্টিং ক্লাব দে হুয়েলভাও তাঁর ফুটবলজীবনের অংশ। ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজ মনে করছেন, তানাকার আগমনে শুধু রক্ষণই মজবুত হবে না, দলের সামগ্রিক ভারসাম্যও বাড়বে। অভিজ্ঞ এই ফুটবলারের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এবং ম্যাচের পরিস্থিতি বোঝার দক্ষতা তরুণ খেলোয়াড়দেরও সাহায্য করবে বলে তাঁর আশা। এএফসি-র মতো বড় মঞ্চে তানাকার অভিজ্ঞতা দলের কাজে আসবে বলেও জানিয়েছেন কোচ।

সিদ্ধান্তে বহাল, মহামেডান আইএফএ শিল্ড খেলবে না

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মঙ্গলবার থেকে আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধন হওয়ার কথা। সূচি অনুযায়ী, প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হওয়ার কথা ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। কিন্তু ম্যাচের আগেই তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। কলকাতা লিগের অঘোষিত ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচে রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে শিল্ড বয়কটের হুমকি দিয়েছিল মহামেডান। সোমবার আইএফএ-এর সঙ্গে আলোচনায় বসেন মহামেডানের ফুটবল সচিব বেলাল আহমেদ খান। সাদা-কালো শিবিরের দাবি, রি ম্যাচ করাতে হবে, নাহলে তারা আইএফএ শিল্ড খেলবে না। এদিন আইএফএ -এর সঙ্গে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল আইএফএ শিল্ড খেলছে মহামেডান স্পোর্টিং। এদিন মহামেডান সমর্থকরা ডেপুটেশন দিতে যান আইএফএ অফিসে। পাশাপাশি তারা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনেও যান প্রতিবাদ জানাতে। মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান,তবে এই জয় নিয়ে প্রশ্ন তুলল মহামেডান স্পোর্টিং শিবির।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Administrator, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **NIT No:- NM/PWDT/NIT-020e/2026-2027 to NM/PWDT/NIT-024e/2026-2027 Tender ID: -2026_MAD_1042219_1, 2026_MAD_1042222_1, 2026_MAD_1042225_1, 2026_MAD_1042227_1, 2026_MAD_1042228_1**, Type of Work: - **Repairing of Bituminous & Conc. Road** Bid Submission End Date: **- 28-09-2026 & and 05-10-2026 at 05:00 PM** Bid Open Date: **- 01-10-2026 & and 08-10-2026 at 10:00 AM. N.B.:** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
SD/- Administrator, Nabadwip Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **SK Hasibul,** Father's Name - **Lt. Meher Ali,** of Vill - Chapuria, Choto Kanthalia, PO - Nilganj Bazar, PS - Mohonpur, Dist - North 24 Pgs, Who has been missing since 29.07.2026, at about 12.30 hrs, Residential area under Mohonpur PS, Description of this Missing person is: **Age -** 61 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 2 Inch (Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Black pant and Black & White Check shirt, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.
ICA-D 1434(3)/2026

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-01/2026-27 dated- 14/09/2026
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **29.09.2026.**
Details are available on **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
RECRUITMENT NOTICE
Khardah Municipality is going to Recruit Part Time Medical Officer Vide **memo no. KM/PHD/HO/687 dated 21.09.2026.** Date of walk in interview is **07.10.2026 upto 12:00 p.m.** for details please visit our office Notice Board.
Sd/- **Executive Officer**
Khardah Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/09/CON/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1042598_1, Categories of Work: Supply of Lime Stone powder. Last date of Submission of Tender **01.10.2026.**
Tender No.: KDHM/10/CON/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1042602_1, Categories of Work: Supply of Bleaching Powder. Last date of Submission of Tender **01.10.2026.**
Tender No.: KDHM/11/CON/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1042605_1, Categories of Work: Supply of Tyres. Last date of Submission of Tender **01.10.2026.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

Suri Municipality
Suri: Birbhum
Corrigendum Notice-1
The Administrator, Suri Municipality, Suri Birbhum has issued a Corrigendum Notice for the work of Repairing of Road Potholes Applicable on Existing C.C, Bituminous & Paved Road at Various Location within Suri Municipality for the year 2026-2027 Within Suri Municipality.
Notice Inviting e-Tender No: WBMAD/ULB/Suri/e-NIT-3/2026-27, dt.-05/09/2026
Tender Id: 2026_MAD_5022367_1 to 15
Details can be had in the official web site of e-tender https://tenders.wb.gov.in
Sd/-Administrator
Suri Municipality ,Suri, Birbhum

Howrah Municipal Corporation Borough-V
107/C, Kashinath Chatterjee Lane, Howrah-711102,
Ph: 033-2678-0031
E-TENDER NOTICE
E-Tender No. - TN/ 001/AE/B-V/ 26-27, Date : 16.09.2026
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough–V. Visit the sites: **www.wbtenders.gov.in** (for tender submission) and also refer to **www.myhmc.in** . Bid submission starting date **22.09.2026 at 6:00 P.M. (ON-LINE).** Bid submission closing date **03.10.2026 at 6:00 P.M. (ON-LINE).** **Sd/-**
Assistant Engineer
Borough-V, H.M.C.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
SFDC Ltd. Invites bid [Ref. e-NIT No. SFDC/MD/NIT-08(e)/2026-27, Dt. 15/09/2026] for the Supply, Delivery & Installation of new AC Machines at Nalban Food Park, Salt Lake, Sector-IV. Last date of (online) bid submission on 01/10/2026 upto 3.00 p.m. and date of opening technical bid on 03/10/2026 at 3.00 p.m. respectively. Further details available to the website:- www.wbtenders.gov.in & our help desk no. 033-2358 3123. Sd/- Managing Director, The State Fisheries Development Corporation Limited
ICA- T18026(2)/2026

BONGAON MUNICIPALITY
Potholes repairing work by Concrete Block at Motiganj Ichhamati Bus stand in Ward No-01 under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/57/BM/2026-27/PWD
Date: 21.09.2026
Tender ID: 2026_MAD_1042569_1
1. Bid Submission Start date- **21.09.2026 at 12:30.** 2. Prebid meeting date- **25.09.2026 at 14:00.** 3. End date- **28.09.2026 at 12:30.** 4. Bid opening date- **30.09.2026 at 12:30.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Bidders could not participate due to maintenance work of e-Tender Web Portal, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-30/2026-27 (2nd Call); Tender ID- 2026_WBPWD_5020624_1 is hereby extended up to 28/09/2026 upto 1:00 P.M. Website: - **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T18046(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Bidders could not participate due to maintenance work of e-Tender Web Portal, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-56/2026-27 (2nd Call); Tender ID- 2026_WBPWD_5020490_1 is hereby extended up to 28/09/2026 upto 1:00 P.M. Website: - **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T18048(1)/2026

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/238/26-27 Dated 03.09.2026	Reparing of Bituminous Road From Radhanagar Road Dhalai Bridge at Ghasiara Purbapara in Ward No. 11 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.56,51,763.00

Bid Submission end date is being extended from **21.09.2026 at 11-00 hrs to 28.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/479, Dated : 21/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Construction of Boundary Wall of Katapukur Burial Ground, under Bhatpara Municipality (Scheme Code : mplad18/15/28)"
Last Date of Submission of tender is **03/10/2026 at 16:00 Hrs.**
Details may be seen in **"wbtenders.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

ই-নিলামের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্ক্র্যাপ বিক্রি
নং এসইআর/এইচকিউ-স্টোরওসেল(ডিএসপিএল)/১/ ২০২৬/সেল/পিসিএমএম/জিআরসি/১ তারিখ ১৭.০৯.২০২৬
অক্টোবর-২০২৬ মাসের জন্য অতিরিক্ত ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিভিশন/ডিপো	অতিরিক্ত ই-নিলামের তারিখ
আদ্রা ডিভিশন	২৯.১০.২০২৬ তারিখে
চক্রধরপুর ডিভিশন	৩০.১০.২০২৬ তারিখে
খড়গপুর ডিভিশন	২৬.১০.২০২৬ তারিখে
রাঁচি ডিভিশন	২৭.১০.২০২৬ তারিখে
খড়গপুর ডিপো	৩০.১০.২০২৬ তারিখে

দ্রষ্টব্য:- ই-নিলাম সময়সূচী এবং ক্যাটালগের বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট:- **www.ireps.gov.in/e-Auction** দেখুন।
(PR No.-787) প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur
Corrigendum Notice
Corrigendam are being made for theNI(e)T No.- **WBMAD/ULB/EGRA/NI(e)T- 09/G.S.D(AMRUT 2.0)/2026-27, Tender ID.-2026_MAD_5021939_1 & NI(e)T No.- WBMAD/ULB/EGRA/NI(e)T-08/DEV(Jhama Moorum &Others)/2026-27, Tender ID.- 2026_MAD_5022024_1 to 41** Extention of Date and time, closing of submission of Technical & financial bid (online):- **29.09.2026 upto 5.00P.M.** due to Server Problem. Others details can be seen from the h**ttps://tenders.wb.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in**
Sd/- Chairman,
Egra Municipality

শিয়ালদহ-রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস ব্যারাকপুর স্টেশনে থামবে
যাত্রীদের সুবিধার্থে, **১৩১৮৭/১৩১৮৮ শিয়ালদহ-রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে ব্যারাকপুর** স্টেশনে নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে থামবে:—

ট্রেনের নং ও নাম	ব্যারাকপুর স্টেশনের সময়সূচী	
	পৌঁ.	ছা.
১৩১৮৭ শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৯.২০২৬ থেকে কার্যকর)	০৭.৪১	০৭.৪২
১৩১৮৮ রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৯.২০২৬ থেকে কার্যকর)	১৭.৫৩	১৭.৫৪

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং ৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ এতদ্বারা শিয়ালদহ ডিভিসনের ৯টি স্থানে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ পিএনইউ-এসডিএএইচ-৩১-২৬
ক্রমিক নং., লট নং., স্টেশনের নাম নিম্নরূপঃ (১), পিএনইউ-এসডিএএইচ-কেআরপি-টিওআই-৬২-২৬-১, কৃষ্ণপুর। **(২), পিএনইউ-এসডিএএইচ-আইপি-টিওআই-৮৩-২৬-২,** ইছাপুর। **(৩), পিএনইউ-এসডিএএইচ-পিটিকেআর-টিওআই-১৭১-২৬-১,** পাতিপুকুর **(৪), পিএনইউ-এসডিএএইচ-কেআইআরপি-টিওআই-১০১-২৬-১,** খিদিরপুর। **(৫), পিএনইউ-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিওআই-১৭৪-২৬-১,** বগুলা। **(৬), পিএনইউ-এসডিএএইচ-সিডিএইচ-টিওআই-১৭৩-২৬-১,** চাকদহ। **(৭), পিএনইউ-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-টিওআই-১৬২-২৬-১,** শিয়ালদহ। **(৮), পিএনইউ-এসডিএএইচ-এএসকেআর-টিওআই-১৩৫-২৬-১,** অশোকনগর রোড। **(৯), পিএনইউ-এসডিএএইচ-বিএলওয়াইজি-টিওআই-১৭০-২৬-১,** বালিঘাট। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। SDAH-230/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
NOTICE
This is bring to the notice of the land owners of the proposed project area of the Gourangdih ABC Coal Mine, WBMDTCL Phase-III in the Mouza(s) Panuria (JL No.10), Daskeari (JL No.03), PS- Barabani, District- Paschim Bardhaman that in terms of the West Bengal Development and Trading Corporation Ltd. vide Memo no. MDTC/GABC/2026-27/67 Dated 07/09/2026, decision taken in the meeting of the District Level Land Purchase Committee on 11/09/2026 in this regards, the Paschim Bardhaman Zilla Parishad will purchase land for WBMDTCL as per requirement and placement of fund in the government approved rate i.e.
1. Non-Agriculture (Bastu/ Viti): Rs 37 Lakhs per acre (including 50% incentive/solatium)
2. Agriculture Land (Other than Bastu/Viti): Rs 24 Lakhs per acre (including 50% incentive/solatium)
The legal owners of the land willing to sell their encumbrance free land to the Zilla Parishad/WBMDTCL are requested to apply in plain paper mentioning land details and photocopies of 'Pracha' to the Paschim Bardhaman Zilla Parishad within 15 days from the date of publish of this notice.
Sd/-
District Magistrate
Paschim Bardhaman &
Chairman
District Land Purchase
Committee Paschim Bardhaman

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/228/26-27 Dated 01.09.2026	Construction of C. C. Road & Drain from Maa Kali Stores To H/O Shriji Shaw at Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.12,81,631.00
WBMAD/ULB/ RSM/230/26-27 Dated 02.09.2026	Repairing of Bituminous Road from RKM College Building to Ukhila Baitul Masjid via Ukhila Jamme Masjid and Sana's Pond at Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 41,03,401.00
WBMAD/ULB/ RSM/231/26-27 Dated 02.09.2026	Repairing of Bituminous Road from Pubali Garden Playground to Tarun Sangha Club at Ward No.-31, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.37,93,036.00
WBMAD/ULB/ RSM/232/26-27 Dated 02.09.2026	Repairing of Bituminous Road from Das Para Road to Bijli Doloi's House via Sandip Mukharjee's House at Ward No.- 28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.13,40,777.00
WBMAD/ULB/ RSM/233/26-27 Dated 02.09.2026	Repairing of Narkel Bagan Bituminous Road from Narkel Bagan Autostand to Kalar Pukur at Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.12,40,985.00
WBMAD/ULB/ RSM/234/26-27 Dated 02.09.2026	Reparing of Bituminous road at Sreepur Bagherghole Bonhoogly Battala to New Optic House,in ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.44,19,513.00

Bid Submission end date is being extended from **19.09.2026 at 11-00 hrs to 28.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

শারদ সাহিত্যের সেকাল-একাল

স্বপনকুমার মণ্ডল

পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই শারদ সাহিত্যের আগমন। কিন্তু ঠিক কোন সময় থেকে এবং কোন পত্রিকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রথম শারদ সংখ্যার সূচনা হয়েছিল, তা বলা কঠিন। প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্যসমালোচক অরুণ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন বই-পত্রের তথ্যাদির সাহায্যে তাঁর 'বাংলার শারদ সাহিত্য' ('শারদীয় কথাসাহিত্য ১৪১৫) প্রবন্ধে শারদ সাহিত্যের সূচনার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, বাংলায় কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সুলত-সমাচার'-এর ১২৮০-এর ১০ আশ্বিনে 'ছুটির সুলভ' নামে বিশেষ সংখ্যা থেকে শারদ সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। এভাবে মনোমোহন বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মধ্যস্থ' পত্রিকার ১২৮০-এর ২ কার্তিক সংখ্যায় দুর্গাবন্দনা, দুর্গোৎসবের বর্ণনা ও উৎসবের রূপ এবং অব্যবহিত পরের সপ্তাহে 'দুর্গোৎসব' নামে একটি কবিতা প্রকাশের কথা জানা যায়। কিন্তু এভাবে অনুমিত কথায় তথ্যের মধ্যে প্রচলিত শারদ সাহিত্যের পরিচয় মেলে না। কেননা প্রথমত তখনও অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে শারদ সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, শারদ সাহিত্যের সঙ্গে দেবী দুর্গার সাময়িক যোগ ছাড়া আক্ষরিক যোগ কতটা রয়েছে সেবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। তাছাড়া ছুটির অবসরের নিমিত্ত সাহিত্যকে তো আর শারদ সাহিত্যের সোপানে তুলে ধরা সমীচীন নয়। মোটকথা শারদ সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। ১৩১৭-এর ভাদ্র সংখ্যাতে 'যমুনা' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে সরাসরি শারদীয় সংখ্যার কথা জানানো হয়েছে 'আগামী আশ্বিন মাস হইতে জাহ্নবীর ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ধীরেন্দ্রবাবুর সহিত একযোগে যমুনা সম্পাদন করিবেন। বঙ্গের যাবতীয় প্রথিতনামা লেখক ও লেখিকাগণের প্রবন্ধ-গৌরবে যমুনার অপূর্ব সৌন্দর্যবৃদ্ধি হইবে। শারদীয় সংখ্যা যমুনার জন্য আমরা কিরূপ সুন্দর ও সর্বজনপ্রীতিকর প্রবন্ধরাজির আয়োজন করিয়াছি.... আশ্বিন সংখ্যা প্রাপ্ত মাত্রেই তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।' ফলে সহজেই অনুমেয় উক্ত সংখ্যায় শারণীয় সাহিত্যের আমদানি হয়েছিল। সেইসঙ্গে এও লক্ষণীয়, শারদ সাহিত্যে পূর্বের প্রবন্ধের প্রাধান্য আজ আর নেই। যাইহোক, 'যমুনা'র পরে সেভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩২০-এর কার্তিক মাসের আকারে বড়' সংখ্যাটি 'পূজা সংখ্যার কাছাকাছি'কে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এভাবে মাসিক 'বঙ্গবাণী'র ১৩২৯-এর আশ্বিন সংখ্যা, কিংবা 'ভারতী'র ১৩৩৩-এর আশ্বিন সংখা মাসিক 'বসুমতী'র ১৯২৫-এর বার্ষিক সংখ্যায় (প্রচ্ছদে 'শারদীয়া' শব্দটি থাকত) শারদ সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'র শারদ সংখ্যা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কেননা এই পত্রিকার প্রথম বছরের শারদ সংখ্যাতেই বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহের আগুন ঝরে পড়ায় তাঁর কারাবাস সুনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। ১৯২২-এর ২৬ সেপ্টেম্বরে পূজা সংখ্যায় হৃদয়াগ্নি জ্বালানো কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয় 'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল? / স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাড়াল।/ দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি, / ভূ-ভারত আজ কসাইখানা....আসবি কখন সর্বনাশী?' এরূপ অগ্নিস্রাবী কবিতার জন্য নজরুলের ভাগ্যে গ্রেফতারি জারি হওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। হলও তাই। পুলিশ কুমিল্লা থেকে নজরুলরে ১৯২২-এর ২৩ নভেম্বর গ্রেফতার করে। শুধু তাই নয়, এজন্য 'ধূমকেতু'ও ধূমকেতু'র মতো হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৯২৫-এ সম্পাদিত 'পার্বণী'র মধ্যে শারদ সংখ্যার ছাপ স্পষ্ট । পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নিবেদনে জানানো হয় 'বাংলাদেশে এই ধরনের কোনও বই নাই, ইহার অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যেই 'পার্বণী' নাম দিয়া সর্বপ্রথম এই নতুন ধরনের একখানি বই প্রকাশিত হইল।'

আবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সূচনা বছর (১৯২২) থেকেই শারদ সাহিত্যের প্রয়াস লক্ষণীয়। ১৩৩৩-এ (১৯২৬) এই পত্রিকার স্বতন্ত্র শারদ সংখ্যার কথা জানা যায়। যাইহোক, তবে শারদ সাহিত্য সাড়া ফেলেছিল গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মাঝামাঝিতে। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাময়িক পত্রিকা 'দেশ'-এ শারদ সংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে বেরিয়েছিল ১৯৪৩ সাল থেকে। ওই বছর পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার জনজীবন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য ওই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'পূজার আয়োজন'-এ জানানো হয়েছে সমগ্র বাঙলা দেশের আজ সর্বনাশ হইতে বসিয়াছে। ক্ষুধার অন্ন দিয়া বাংলার গ্রাম অঞ্চলগুলি যদি এখনও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে বাঙলা দেশ যে শ্মশানে পরিণত হইবে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই ভাবিতেছি, বাঙালী আজ কাহার পূজা করিবে ?... অকাল বোধনের কথা মুখেই শুনিয়াছি, আজ বাঙলা দেশে সত্যই অকাল বোধনের সময় আসিয়াছে।...' অথচ সেই 'অকাল বোধনের সময়'-এও বাংলার পাঠকমহলে শারদ সাহিত্যের আমদানি হয়েছিল। আসলে ভাববিলাসী বাঙালির মনে যে আমুদে রসিক প্রকৃতি রয়েছে, তার জোরেই বাঙালিরা প্রতিবছর বানভাসি জীবনেও শারদীয়া দুর্গাপুজোয় মেতে উঠতে পারে। সেজন্য শারদ সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। তবে এই শারদ সাহিত্যের বৈচিত্রা বাড়েনি, বরং একই আছে। গড়পড়তা সেই কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখকের মৃত্যুর পরে অপ্রকাশিত রচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক প্রায় সবই তাতে মজুত থাকে। এমনকি পত্রিকাগুলোর শারদ সংখ্যায় চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যও বিশেষ থাকে না। তবে লিটল ম্যাগাজিনগুলো অনেক সময় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সকলেরই লক্ষ্য থাকে বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সম্ভারকে উপস্থিত করা। সেজন্য পুজো সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করায় সকল সম্পাদকই তৎপর হয়ে থাকেন। যারফলে বছরের অন্যান্য সংখ্যার চেয়ে শারদ সংখ্যাগুলো অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়। লেখকরাও তাঁদের সেরা লেখাটিকে পুজো সংখ্যার জন্য তুলে রাখে। মোটকথা পত্রপত্রিকায় শারদ সংখ্যা প্রকাশের একপ্রকার ধুম পড়ে যায়।

বাণিজ্যিকভাবে শারদ সংখ্যা প্রকাশে লেখক ও প্রকাশকের উভয়েরই লাভ। লেখকের যেমন নগদ লক্ষ্মী প্রাপ্তির সুযোগ ঘটে, তেমনই তাঁর লেখার মূল্যায়নেরও সুযোগ বাড়ে। অন্যদিকে প্রকাশকের আর্থিক আয় আরও বাড়ে। কিন্তু শারদ সাহিত্যের বিপুল আয়োজনে সাহিত্যের গুণগত উৎকর্ষ কতটা হয়, সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ থেকেই যায়। প্রথম দিকের শারদ সাহিত্যের গুণগত মান অনেকটাই উঁচুতে ছিল। বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী 'দেশ'-এ (১৭ নভেম্বর ১৯৫১) তাঁর 'শারদীয় সংখ্যার ছোটগল্প' প্রবন্ধে জানিয়েছেন গত পনেরো বৎসরের শারদীয় সংখ্যাগুলির যদি একটা হিসাব নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, লেখকদের অধিকাংশ প্রতিনিধিত্বমূলক ছোটগল্প---যেসব গল্পের জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছে---এই বিশেষ সংখ্যাগুলিতেই বেরিয়েছে।' 'দেশ' পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক সাগরময় ঘোষও তাই মনে করতেন। কিন্তু আগের তুলনায় এখনকার শারদ সাহিত্যের সম্ভার অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেই ধারা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে। এজন্য একালের স্বনামখ্যাত কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত তাঁর ১৩৯৫-এ লেখা 'পুজো সংখ্যা' প্রবন্ধে ('সঙ্গ ও প্রসঙ্গ') নিজেকে 'পুজো সংখ্যার পক্ষে' বলা সত্যেও একালের পত্র-পত্রিকার শারদ সাহিত্য সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসসর্বস্ব শারদ সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন সাধারণো প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর কথায় 'দুটি বা তিনটি অনতিখ্যাত, ছোট মাঝারি পত্রিকা বাদ দিলে, বিশেষত বড়ো পুঁজির সাত-আটটি পত্রিকার পুজো সংখ্যা ঘাঁটলে যে অস্বস্তিকর ব্যাপারটি প্রথমেই চোখে পড়ে তা হলো এঁদের উপন্যাস বা উপন্যাসধর্মী কাহিনী প্রকাশের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক। এবার এরই মধ্যে যেসব পুজো সংখ্যা হাতে এসেছে, সেগুলির পাতা উল্টে এবং গুণে বিভিন্নতা এইরকম উপন্যাস ও বড়ো গল্প ৭২, গল্প ১০, ভ্রমণ, স্মৃতিকথা, রম্যরচনা ১০, পাঁচমিশেলি প্রবন্ধ ৬ এবং কবিতা ২। এর মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর রচনাকে একই শ্রেণীতে, একই ধরণের পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে প্রকাশিত হয়েছে ধরে নিলে শতাংশের সম্মিলিত হিসেব দাঁড়ায় ৯২ ।' এজন্য দিব্যেন্দু পালিত মতে, 'পুজো সংখ্যা'গুলি তাই 'উপন্যাস সংখ্যা'য় পরিণত হয়েছে। তিনি নিজে কথাসাহিত্যিক হয়েও এই প্রবণতাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। কেননা তাতে তাঁর মতে '...এই প্রবণতা বাঙালির মননশীলতার প্রতি একধরনের অবজ্ঞাই সুচিত করে। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাব দেখে ধরে নিতে হয়, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, চলচ্চিত্র, নাটক এবং এমনকি সাহিত্য বিষয়ক রচনা পাঠে বাঙালির আগ্রহ আন্তর্হিত হয়েছে।' এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়, প্রথম দিকের শারদ সাহিত্যে প্রবন্ধাদির প্রাধান্য ছিল। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য, দিব্যেন্দু পালিতের অনেক পূর্বেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর 'সনাতন পাঠকের চিন্তা'য় পত্রপত্রিকার শারদ সংখ্যায় উপন্যাসাদির আধিক্য সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

অন্যদিকে উপন্যাসও প্রকাশিত হত, কিন্তু তার সংখ্যা এখনকার মতো একাধিক ছিল না। কিন্তু একাধিক উপন্যাস প্রকাশের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১৯৬০-এর পরে। আর তার যাত্রা শুরু হয়েছিল সিনেমা পত্রিকা 'উল্টোরথ'-এর মাধ্যমে। তারপর তা ছোঁয়াছে রোগের মতো সাফল্য অর্জন করেছে। বাণিজ্য পত্রিকা মানেই যেন উপন্যাস প্রকাশের স্থূল পত্রিকা। কেননা সাহিত্যিক শঙ্করের ভাষায়, 'একজন লেখকের ওপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়, সেই চিন্তা থেকে পলিসির পরিবর্তন এল।' শুধু তাই নয়, এখনকার শারদ সাহিত্যের ভুরিভোজে একজন ঔপন্যাসিককে একাধিক পত্রিকাতেই নয়, একাধিক নামেও উপন্যাসের রসদ যোগাতে হয়। তার উপর গুণমান বজায় রাখার দায় থেকে অনেক ক্ষেত্রে পত্রিকার পুরোনো লেখা দিয়ে নৈবেদ্য সাজাতে হয়। যে কারণে 'কথাসাহিত্য', 'কলেজস্ট্রীট', 'এক্ষণ'-এর মতো উল্লেখযোগ্য পত্রিকার শারদ সংখ্যাকে সাজাতে হয়েছে পুনর্মুদ্রণ দিয়ে। তাছাড়া শিশু-কিশোরদের শারদ সাহিত্যের কথা না তোলাই শ্রেয়। বড়দের অজস্র শারদ সংখ্যার পাশে তাদের জন্য হাতেগোনা কয়েকটি পত্রিকার আধিপত্য (তাও আবার অনেকক্ষেত্রে পুরনো লেখা দিয়ে সাজানো) বড়ই বেদনাদায়ক। সেইসঙ্গে একই লেখককে অসংখ্য পত্রিকায় লিখতে হয়। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে বৈচিত্র এলেও ভাবের নিষ্ঠায় অভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। এজন্য সুবিপুল শারদ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে, নাকি গুণগত মানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, এ বিষয়ে আপনাতেই বিতর্কের অবকাশ তৈরি হয়ে যায়।

অনেকের ধারণা শাঅনেকেররদ সাহিত্য শারদীয় দুর্গোৎসবের মতোঅনেকের অকালে হাজির হয়েও জনসমাদর লাভ করেছে। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। সংস্কৃতে 'শরৎ' শব্দে দুটি অর্থ বোঝানো হত। একটি ঋতুবিশেষ এবং অন্যটি বছর। আর্যরা শীত ঋতুর পাশাপাশি শরৎ ঋতুর শুরু থেকে আর এক বছর হিসাব করতেন। সেদিক থেকে শরতে নববর্ষ শুরু হয়। বিশিষ্ট মনীষী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি দুর্গাপুজোর সময়কে অকাল না বলে নববর্ষ বলে অভিহিত করেছেন ('দুর্গাপূজার তাৎপর্য', শনিবারের চিঠি', পৌষ ১৩৬২)। সেদিক থেকে শারদ সাহিত্যও নববর্ষের ফসল। আবার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শারদ) শব্দের একটি অর্থ অভিনব বলে জানিয়েছেন। ফলে শারদ সাহিত্য অভিনব সাহিত্যও বটে। কিন্তু শারদ সাহিত্যের অভিনবত্ব কতখানি সে বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অসংখ্য রচনার ভিড়ে সৃষ্টি কতটা অভিনবত্ব লাভ করে, তা মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র খাতা ভরানোর জন্য লেখার কোনো সার্থকতা নেই। তাই পাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে শারদ সংখ্যাকে যুৎসই মেদবহুল আকৃতি দিয়ে অভিনব সাহিত্যের আমদানি সম্ভব নয়। সেজন্য চাই আত্মবিশ্লেষণ তথা আত্মসমীক্ষা। তা নাহলে দেবী দুর্গার প্রচ্ছদ নিয়ে শারদ সংখ্যা বের হলেও তাতে শারদ সাহিত্য সৃষ্টি হবে না।

যে শারদ সাহিত্য বাঙালির অভ্যাসে ছিল, এখন তা ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে তার নানারকম বিকার এসে দেখা দিয়েছে। দেবীর অকালবোধন না বুঝতে পারলেও শারদ সাহিত্যের অকালে আবির্ভাব সহজেই চোখে পড়ে। মায়ের বোধনের অনেক আগেই শারদ সাহিত্যের বোধন হয়। বাণিজ্যিক পত্রিকায় 'মা আসছে বলে'-ই তার সঙ্গে শারদ সংখ্যার আগমন বার্তা বিঘোষিত হয় এবং মা'র আসার আগেই সন্তান তার পসরা সাজিয়ে বসে। ব্যবসায়িক ছাপ তার সর্বত্র। ফলে সেক্ষেত্রে লেখার চেয়ে লেখকের দর বেশি, পণ্যের চেয়ে বিপণনে বেশি মন । কে আগে বাজার দখল করবে এই যার লক্ষ্য হয়ে ওঠে, সেখানে শারদ সাহিত্যের অভিনব আস্বাদ প্রত্যাশিত নয়। আর লিটল ম্যাগাজিনও সেই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমে কুলিয়ে উঠতে পারে না। অথচ বাণিজ্যিক পত্রিকার আদলে শারদ সংখ্যা প্রকাশ করা চাই। ফলে শারদ সংখ্যায় কতটা শারদ সাহিত্য উঠে আসে সে বিষয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। আগে পুজো সংখ্যায় নতুনদের একটা জায়গা থাকত।

এখন ছোট-বড় প্রায় সব বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় আমন্ত্রিত বরণীয় লেখকদের স্মরণীয় লেখা'র সমাহার। অথচ বাণিজ্যসফল 'আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৩৮-এর ২০ আগস্টে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছিল, 'যাঁহারা এই সংখ্যায় (পূজা) লিখিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক নিম্ন ঠিকানায় তাহাদের রচনা পাঠাইবেন।' এখন তা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। তার পরেও অনেক সময় শারদ সংখ্যায় নতুন লেখক উঠে আসে ঠিকই, কিন্তু নতুন ধরনের সাহিত্য সচরাচর লক্ষ করা যায় না। অথচ তাই হতে পারতো আমাদের সেরা শারদ সাহিত্য উপহার। বাংলা সাহিত্যে যথার্থভাবে যিনি প্রথম শারদ সাহিত্যের আস্বাদ দিয়েছিলেন, তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দুর্গাই শারদ সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানবী মূর্তি। অথচ বিভূতিভূষণের সেই শারদ সাহিত্য কোনো শারদ সংখ্যায় বেরোয়নি, বেরিয়েছিল বই আকারে মহালয়ার দিন ১৩৩৬-এর ১৬ আশ্বিন (১৯২৯-এর ২ অক্টোবর)। সেকথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

আসছে মা...

চলছে প্রস্তুতি
সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার

ছবি: অদিতি সাহা

চলছে প্রস্তুতি
কুমোরটুলি পটুয়াপাড়া

মিঠু বাগচি

পুজোর ক'দিনে যদি মণ্ডপের ভিড়, গাড়ির হর্ন আর শহরের ব্যস্ততা থেকে একটু পালাতে চান, গন্তব্য হতে পারে ঝারগ্রাম। কলকাতা থেকে খুব দূরে নয়, অথচ সেখানে পৌঁছলেই বদলে যায় চারপাশের দৃশ্য; লাল মাটির রাস্তা, শাল-মহুয়া-পিয়ালের জঙ্গল, দূরে পাহাড়ের রেখা আর কোথাও কোথাও ভেসে আসা মাদলের শব্দ। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের ভাষায়, ঝাড়গ্রাম যেন শহুরে কোলাহল থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ফিরে পাওয়ার জায়গা।

কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রাম; যাত্রাটাও হোক ছুটির আনন্দ

সবচেয়ে সহজ উপায় ট্রেন। হাওড়া থেকে ঝাড়গ্রাম রেলস্টেশন প্রায় ১৫৭ কিলোমিটার দূরে; একাধিক এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেন চলে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ট্রেনে সময় লাগে মোটামুটি তিন ঘণ্টার কাছাকাছি। গাড়িতে গেলে কলকাতা থেকে সড়কপথে দূরত্ব প্রায় ১৭৮ কিলোমিটার এবং পরিস্থিতি

অনুযায়ী প্রায় চার ঘণ্টা লাগতে পারে।

ট্রেনের বা গাড়ির জানলা দিয়ে শহর পিছনে ফেলে যত এগোবেন, ততই বদলে যাবে বাংলার রং। আর ঝাড়গ্রামে নেমে মনে হবে; এই তো, ছুটি সত্যিই শুরু!

রাজবাড়ির ছায়ায় ইতিহাসের গল্প

ঝাড়গ্রামের ইতিহাসে রাজপরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শহরের অন্যতম পরিচয় ঝারগ্রাম রাজ প্যালেস। বর্তমান প্রাসাদের নির্মাণ শুরু হয়েছিল রাজা নরসিংহ মল্লদেবের আমলে ১৯২২ সালে এবং ১৯৩১ সালে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যের এই রাজপ্রাসাদ আজও অতীতের ঐশ্বর্যের গল্প বলে।

রাজবাড়ি ঘুরে তারপর এগিয়ে যেতে পারেন চিলকিগড়ের কনকদুর্গা মন্দিরের দিকে।

প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো এই মন্দিরের চারপাশের জঙ্গল ও দুংলুং নদীর পরিবেশ জায়গাটিকে অন্যরকম করে তুলেছে।

শালের ছায়ায়, পলাশের আগুনে

ঝাড়গ্রামের আসল আকর্ষণ অবশ্য রাস্তার দু'পাশের জঙ্গল। শাল, মহুয়া, পিয়াল, সেগুন; সবুজের স্তরে স্তরে তৈরি হয় এক অপূর্ব দৃশ্য।

বসন্তে পলাশ ফুটলে সেই সবুজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুনরাঙা রং। আরও একটু সময় হাতে থাকলে চলে যান বেলপাহাড়ি ও কাঁকড়াঝোরে। পাহাড়ি পথ, জঙ্গল, ঝরনা আর নির্জনতার স্বাদ সেখানে আরও গভীর।

মাদলের তালে অন্য গল্প

ঝাড়গ্রাম শুধু প্রকৃতির জায়গা নয়, এটি জীবন্ত লোকসংস্কৃতিরও ভূমি। সাঁওতাল-সহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসব, গান ও নাচ এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মকর পরব বা টুসু, সরহুল, করম পরব, বাঁধনা; কৃষি, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে পালিত হয় নানা উৎসব।

শালবনের মধ্যে বান্দরভুলা ট্রাইবাল ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে গিয়ে আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য খোলা মঞ্চও রয়েছে।

দুপুরের পাতেও থাকুক জঙ্গলমহল

ঘুরতে গিয়ে স্থানীয় স্বাদের সঙ্গে আলাপ না হলে ঝাড়গ্রাম ভ্রমণ যেন অসম্পূর্ণ। ভাতের সঙ্গে দেশি শাকসবজি, ডাল, আলু-পোস্ত, মাছের ঝোল, দেশি মুরগির রান্না; সাদামাটা বাঙালি খাবারের মধ্যেই খুঁজে পাবেন এলাকার স্বাদ। পথে স্থানীয় দোকানে চা, ঝালমুড়ি বা পিঠের মতো জলখাবারেও থামতে পারেন।

কোথায় থাকবেন?

থাকার জন্য শহরের হোটেল ছাড়াও রয়েছে রিসর্ট, হোমস্টে ও প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার নানা ব্যবস্থা। সরকারি পর্যটন দফতরও ঝাড়গ্রামে হোটেল, রিসর্ট ও টেন্টের বিভিন্ন থাকার বিকল্পের কথা জানিয়েছে।

সকালটা কাটুক শালবনের পথে, দুপুরে রাজবাড়ির ইতিহাস, বিকেলে কনকদুর্গার জঙ্গল আর সন্ধ্যায় মাদলের তালে লোকসংস্কৃতি; পুজোর ছুটিতে ঝাড়গ্রাম তাই শুধু বেড়ানো নয়, শহর থেকে একটু দূরে গিয়ে অন্য এক বাংলাকে ছুঁয়ে দেখার গল্প।

ছুটির ব্যাগটা তাহলে গুছিয়েই ফেলুন; লালমাটির পথ অপেক্ষা করছে।